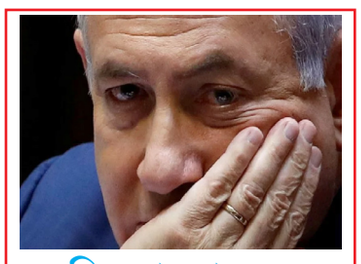

হুতির হামলার ভয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে নেতানিয়াহু

সারে-জমিন

বালুরঘাট পুরসভায় ধর্না ও অবস্থান-বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

২০২৪: হর্ষ বিষাদেই অবসান

সম্পাদকীয়

বাম আমলে রাস্তায় লাল মাটি পড়লেও আজও হয়নি ঢালাই

সাধারণ

আইপিএলে দল না পাওয়া আয়ুশ ভাঙলেন জয়সোয়ালের রেকর্ড

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১ জানুয়ারি, ২০২৫
১৬ পৌষ ১৪৩১
২৯ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 1 ■ Daily APONZONE ■ 1 January 2025 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

Al-Ameen Mission

A socio-academic institution with a difference

38 Years in Service to the society

Admission Notice 2025-26

English Medium V–IX & XI Sc. (Boys & Girls)

Online Form Fill-up is going on

Last date of application
3 January 2025

Scan QR

Admission Test
12 January 2025

website: www.alameenmission.org

CAMPUSES

Al-Ameen Residential Academy Budge Budge

Al-Ameen Mission Academy Kharagpur

Al-Ameen Mission Academy Malda

Al-Ameen Excellent Academy Santragachi (Girls)

Al-Ameen Mission Academy Birbhum and Al-Ameen Mission School Birbhum

Al-Ameen Mission Academy Indore (MP) in collaboration with Pakiza Edu. Group

Al-Ameen Residential Academy Lalbagh

Al-Ameen Mission Academy Milonmore

Al-Ameen Mission Academy Siliguri (Girls)

Al-Ameen Mission Academy Memari

Regd. Office: Khalatpur, Udaynarayanpur, Howrah Central Office: D J 4/9, New Town, Kolkata 700 156

City Office: 53B Elliot Road, Kolkata 700 016, Mobile: 74790 20043/ 59/ 66/ 76/ 79

প্রথম নজর

পৌষ মেলার ‘মাঠ স্বচ্ছতা অভিযান’

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ঐতিহ্যবাহিত শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা পূর্বপল্লী মাঠে যথারীতি নিয়ম নীতি মেনে ৬ দিনে মেলা শেষ হয়ে গেছে। এরপর মেলার মাঠ অর্থাৎ পূর্বপল্লী মাঠে আবর্জনায় ভরে গেছে। সেই নোংরা আবর্জনা পরিবেশ দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা। তাই যাহাতে পরিবেশ দূষিত না হয় তার জন্য শান্তিনিকেতন পূর্বপল্লী পৌষ মেলা মাঠে স্বচ্ছতা অভিযানের ডাক দিল বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট এছাড়াও এই স্বচ্ছতা কাজে সকলেই হাত লাগান। যাহাতে বিশ্বভারতীর পরিবেশ কোনোভাবে দূষিত না হয় তাই সকাল থেকে এই স্বচ্ছ অভিযান চলে যাতে দ্রুত পূর্বপল্লী মেলার মাঠ পরিস্কার করা যায়। মেলার মাঠ স্বচ্ছ অভিযানে হাত লাগান স্বয়ং বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিনয় কুমার সরেন সহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দরা।

পুলিশ কর্তার রক্তে প্রাণ বাঁচল এক মায়ের

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: এক মুমূর্ষু রোগীকে রক্ত দিলেন এক পুলিশ কর্তা। ওই পুলিশ কর্তার নাম প্রসেনজিৎ দত্ত। তিনি বহরমপুর সদর সার্কেল ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত আছেন, তার নাম প্রসেনজিৎ দত্ত। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার এক বাসিন্দা এক মহিলাকে রক্ত দেন তিনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিহরপাড়ার গজনীপুর এলাকার বাসিন্দা আনোয়ারা বেওয়া নামে ৬৪ বছরের এক মহিলা রক্তাল্পতা সহ একাধিক জটিল সমস্যায় ভুগছিলেন। তাঁর পাঁচ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন ছিল, তিন ইউনিট রক্তের ব্যবস্থা করতে পারলেও আরো দুই মিনিট রক্তের জন্য হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি করছিল সেই খবর পাই বহরমপুর সদর সার্কেলের সি আই প্রসেনজিৎ দত্ত, তিনি বিষয়টি জানতে পেরে সোমবার বিকেলে ওই মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে রক্ত দেন। পুলিশের এই মানবিক মুখ দেখে খুশি রোগীর পরিবারসহ হরিহরপাড়া বাসী।

বালুরঘাট পুরসভায় ধর্না ও বিক্ষোভ সাফাই কর্মীদের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ধর্না ও অবস্থান-বিক্ষোভ সাফাই কর্মীদের। বালুরঘাট পুরসভার সামনে চলে এই ধর্না কর্মসূচি।

মূলত নর্থ বেঙ্গল বাসফোর অ্যান্ড হরিজন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এর পক্ষ থেকে এই ধর্না কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। সাফাই কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, বকেয়া বেতন পরিশোধ সহ অন্যান্য নানা বিষয়ে বালুরঘাট পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে কোন সদুত্তর না পেয়ে এই ধরনের কর্মসূচিতে শামিল হয়েছেন বলেই বালুরঘাট পৌরসভার সাফাই কর্মীরা জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে নর্থ বেঙ্গল বাস ফোর অ্যান্ড হরিজন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের জেলা সভাপতি বিজয় বাসকে জানান, ‘আমাদের যারা সাফাই কর্মী আছেন, তাঁরা নভেম্বর মাসের বেতন ঠিকমতো পাইনি। পাশাপাশি আমাদের সাফাই কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির দাবি রয়েছে। এ বিষয়টি জানানোর জন্য আমরা পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু কোন রকম সদুত্তর আমরা পায়নি। পাশাপাশি আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়নি। তারই প্রতিবাদে আজ আমরা অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হয়েছি।’

চিকিৎসকদের প্রচেষ্টায় মৃতপ্রায় সাপে কাটা রোগী এখন বিপদমুক্ত

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: মৃত্যু ছিল যেন সময়ের অপেক্ষা! সেই মৃত্যুর মুখ থেকে প্রাণে বেঁচে বর্ষ শেষে ওরা বাড়ি ফিরলেন। প্রশংসা করলেন চিকিৎসকদের। আর মৃত্যুপ্রায় রোগীকে সুস্থ করে বাড়িতে ফেরাতে পেরে খুশি চিকিৎসক মহল।

উল্লেখ্য জয়নগর গোয়ালবেড়িয়ার যুবক যুবক রফিকুল মোল্লা। গত ১২ ডিসেম্বর পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরছিলেন। সেই সময় তাকে একটি চন্দ্রবোড়া সাপ কামড় দেয়।সাপের কামড়ের পর, মুহূর্তে পুকুরে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খেতে থাকে ওই যুবক। প্রতিবেশীরা দেখতে পেয়ে দৌড়ে আসে। তড়িঘড়ি ওই যুবক কে উদ্ধার করে। প্রথমে স্থানীয় জামতলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ওই যুবকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে চিকিৎসকরা। পরিবারের লোকজন মৃতপ্রায় অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে রফিকুলকে। চিকিৎসকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রায় কুড়ি দিন পর বুধবার বাড়িতে ফিরলেন। অন্যদিকে কুলতলির ৬ নম্বর জালাবেড়িয়ার এক বধূকে কেউটে সাপ কামড় দিয়েছিল। তিনিও মৃতপ্রায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য। তিনিও বছর শেষে সুস্থ হয়ে বুধবার বাড়ি ফিরে গিয়েছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডা. অনুপম হালদার জানিয়েছেন, ‘যখন নিশ্চিৎ মৃত্যু পথযাত্রী কোন মৃতপ্রায় রোগীকে কে সুস্থ করে তোলা হয় সেটা বিশেষ এক অনুভূতি। যা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না।’

অন্যদিকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্পবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন, ‘যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চিকিৎসা পরিষেবা সঠিক ভাবে প্রয়োগ করতে পেরে, মৃতপ্রায় সাপে কামড়ানো রোগীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো সব সময় ভালো লাগে।

বর্ষবরণের আগের রাতে গোটা পার্ক স্ট্রিট জুড়ে জনজোয়ার

সুব্রত রায় ● কলকাতা

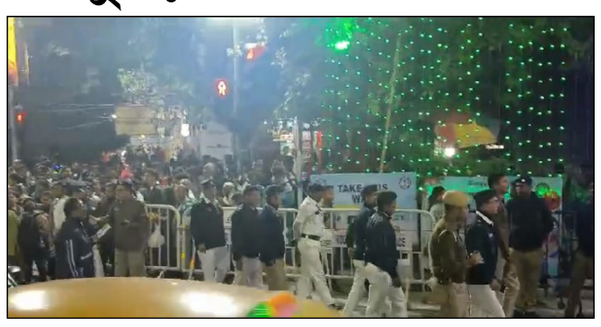

আপনজন: ২০২৪ সালকে বিদায় জানাতে ও ২০২৫ কে স্বাগতম জানাতে মঙ্গলবার রাতে পার্ক স্ট্রিট সংলগ্ন অ্যালন পার্ক থেকে মল্লিক বাজার কিম্বা থিয়েটার রোড, জহরলাল নেহরু এভিনিউ পর্যন্ত মানুষের ঢল। পুলিশি নিরাপত্তা চোখে পড়ার মতো। রাস্তা দুই ধারে ব্যারিকেড করে দিয়েছে যাতে গাড়ি ঠিকঠাক চলাচল করতে পারে। কাউকে ব্যারিকেডের বাইরে আসতে দিচ্ছেন না পুলিশ অফিসাররা। অর্থাৎ বলা যেতেই পারে যে কোন রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে কলকাতা পুলিশ তৎপর। সাধারণ মানুষ সারারাত এখানে থাকবে। আনন্দ করবে। নতুন বছরকে স্বাগত জানাবে প্রত্যেকেই এই অঙ্গীকার করছে। একটি বছর কে বিদায় দিয়ে আবার একটি নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। বর্ষবরণের রাতে গোটা শহরে তৎপর কলকাতা পুলিশ। বিকেল চারটের পর থেকে শহরের একাধিক রাস্তায় পন্যবাহী যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাতে ভিড় বাড়লে ময়দান ও পার্ক স্ট্রিট সংলগ্ন এলাকায় স্বাভাবিক যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে আগাম কলকাতা পুলিশ জানিয়ে দিয়েছে। রাত বাড়লে ভিড় বাড়তে পারে তাই রাত আটটার পর থেকে অতিরিক্ত ফোর্স নামানো হয়েছে কলকাতা শহরে। শহর জুড়ে চলছে নাকা চেকিং।বর্ষ বরণের রাতে শহরে ৪,৫০০ পুলিশ রাস্তায়,৫০ টি জায়গায় নাকা চেকিং শুরু। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ৩১ ডিসেম্বরের রাতে প্রায় সাড়ে চার হাজার পুলিশ রাস্তায় নেমেছে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা তিনি লালবাজারে সংবাদিকদের জানান, শহরে বর্ষ বরণের রাতে মহিলাদের সুরক্ষার স্বার্থে রাস্তায় রয়েছে কলকাতা পুলিশের মহিলা পুলিশ কর্মীরা। ইমারজেন্সি সার্ভিস দেওয়ার জন্য নজরদারি চালানো হচ্ছে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে।সেই সঙ্গে কলকাতা পুলিশ কমিশনার জানান, মদ্যপ অবস্থায় এবং রাস ড্রাইভিং করা যাবে না বর্ষবরণের রাতে। বাইকের ক্ষেত্রে মা ব্রিজে চলাচলের যে বিধি নিষেধ চালু করা হয়েছিল তা বর্ষবরণের জন্যে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ।সকাল থেকে রাত অব্দি ২৪ ঘন্টা মা ব্রীজ দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে বাইক চালকরা। কলকাতার পুলিশ কমিশনার আরোও জানিয়েছেন,ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল,চিড়িয়াখানা, বিড়লা তারামণ্ডল, এবং যত পিকনিক স্পট আছে সব জায়গায় পুলিশ ৩১শে ডিসেম্বর ও পয়লা জানুয়ারি। মহিলা পুলিশ থাকবে। মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো আটকাতে তাদের উপরে বেশি নজরদারি থাকবে। রাত্রি বেলায় আলাদা স্পেশাল টিম নামানো হয়েছে যেখানে বেশি জমায়েত হয়। যেমন - পার্কস্ট্রিট ।সেখানে বেশি পুলিশ রয়েছে। ৪,৫০০পুলিশ থাকবে সারা শহরে।মা ফ্লাই ওভার কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকছে না দু চাকার জন্য।হোটেল গুলোতে বিশেষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে যারা হোটেলে থাকতে আসবেন তাদের কি কি ডকুমেন্ট লাগবে । আবাসিকদের সেই সমস্ত ডকুমেন্টস না থাকলে তাদের আর রাখা যাবে না। রাত্রে অ্যান্টি ক্রাইম জন্য আলাদা টিম রাত আটটার পর শহরে নেমেছে। পার্ক স্ট্রিটে বিশেষ নজরদারি শুরু।

কলকাতায় ১৫ জায়গায় স্পেশাল নাকা চেকিং চলবে । সবকিছুর দিকে নজর রেখে স্পেশাল টিম থাকছে । থাকছে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ টিম। লালবাজারে কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে থাকছে সিনিয়র পুলিশ অফিসাররা। বর্ষবরণের রাতে যাতে শব্দ বাজি না ফাটে সেদিকে নজর থাকবে পুলিশের।

‘রেল চলুক দিঘি বাঁচুক’ দাবিতে জেলার নানা স্টেশনে প্রচারপত্র বিলি

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: ৫২ বিঘার জলাশয় ভাবাদিঘি, যাকে ঘিরে ভাবাদিঘি গ্রাম, সেই পুরো গ্রামে ২৬৮টি পরিবারের বাস। যাঁরা সবাই তফশিলি সম্প্রদায়ের, ওঁরাই দিঘির মালিক। ওই ৫২ বিঘার জলাশয় ভাবাদিঘিকে কেন্দ্র করেই তাঁদের গ্রামের জীবিকা অর্থাৎ মাছের চাষ, পাশাপাশি দিঘিকে ঘিরে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় যাপনও চলে। ভাবাদিঘিকে কেন্দ্র করে জলজ উদ্ভিদ, জলচর প্রাণী, পাখি, স্থলচর প্রাণী ও দিঘির চারপাশে প্রচুর গাছ নিয়ে একটি ইকোসিস্টেম বা জীববৈচিত্রের বাস্তুতন্ত্র বিদ্যমান।

কিন্তু ভারতীয় রেল কর্তৃক প্রস্তাবিত ভাবাদিঘির উপর দিয়ে যাওয়া রেলপথ এই সব ধ্বংস করে দেবে।

বাধ্য হয়ে দিঘি বাঁচাতে গ্রামের মানুষ দীর্ঘ ষোলো বছর ধরে আন্দোলন করছেন। এক অসম লড়াই দিঘিটিকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু ভাবাদিঘি গ্রামের বাইরের মানুষের সহযোগ ছাড়া দিঘি বাঁচানো সম্ভব নয়। তাই হুগলী জেলার বিভিন্ন গণসংগঠন একত্রিত হয়ে গড়ে তুলেছে ভাবাদিঘি বাঁচাও সহযোগী মঞ্চ। ইতিমধ্যে ঐ মঞ্চ কিছু কর্মসূচি নিয়েছে। ভাবাদিঘির বাইরে আন্দোলনের বিষয়টি জনসমক্ষে আনতে জনমত গঠনের লক্ষে ভাবাদিঘি বাঁচাও সহযোগী মঞ্চের পক্ষ থেকে আগামী ৩০ ডিসেম্বর জেলার বিভিন্ন রেলস্টেশনে প্রচারপত্র বিলির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যে স্টেশনগুলোতে প্রচারপত্র বিলি করা হবে তার মধ্যে অন্যতম, প্রচারপত্র যেখানে যা দেওয়া গেছে- চুঁচুড়া, ডানকুনি, জনাই, গোবরা, কামারকুন্ডু, ভদ্রেশ্বর, উত্তরপাড়া আরামবাগ, হরিপাল, সিঙ্গুর, তালপুর, মগরা, ব্যান্ডেল শেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটী, বাঁশবেড়িয়া, চন্দননগর, নালিকুল কোন্নগর, হিন্দমোটর রিষড়া।

ঐ কর্মসূচিতে সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

টাকির ইছামতীর পাড়ে পর্যটকদের ভিড়, নদীতে বিএসএফের টহল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: ২০২৪কে বিদায়। ২০২৫কে স্বাগত জানাতে টাকির ইছামতির পাড়ে পর্যটকদের ভিড়। নিরাপত্তা কঠোর করা হয়েছে বাংলাদেশের অদ্ভুত পরিস্থিতির দরুন।

যাতে সীমান্তবর্তী ইছামতীর নদীর পাড়ে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে ।একদিকে রাজ্য পুলিশ অন্যদিকে বিএসএফের নজরদারিতে টাকি পর্যটন কেন্দ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের সাদা পোশাকের বাহিনী ও উইনারস বাহিনী পর্যটকদের সাথে কথা বলে সুবিধা অসুবিধা কি কি তা জেনে নিচ্ছেন।পাশাপাশি বিএসএফের ইছামতী নদীর মাঝ বরাবর টহল চলছে। অন্যদিকে ২০২৪ এর বছরের শেষ দিনে মঙ্গলবার বসিরহাট সংলগ্ন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে টাকির পর্যটন কেন্দ্রে উপচে পড়া পর্যটকদের ঢল ছিল দিনভর।রাজ্য ছাড়িয়ে ভিন রাজ্যে বহু ভ্রমণ পিপাসু মানুষেরা টাকিতে ভিড় জমাচ্ছেন। এক দিকে মিনি সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের বিভিন্ন প্রজাতির গাছ স্বচক্ষে দেখছেন। অন্যদিকে পাখির ডাক শুনছেন মন ভোরে।

পাশাপাশি ইছামতী নদীর নৌকা বিহারে মজেছেন পর্যটকরা। পাশাপাশি রাজবাড়ী ও জমিদার বাড়িতে ভিড় জমিয়েছেন পর্যটকরা। সেই ছবি দেখা গেল বছরের শেষ দিনে। আনন্দ উৎসব চেটেপুটে নিতে চাইছে বাঙালিরা ।সারাদিন হই হুল্লোড় পরিবারের সঙ্গে। পর্যটকরা জানাচ্ছেন, নতুন বছরে যাতে সবাই সুস্থ স্বাভাবিক ভালো থাকে তার কামনা করি। ২০২৪কে বিদায় জানাতে আমরা ইছামতির পাড়ে ভিড় জমিয়েছি । একদিকে তিন নদীর মোহনায় নৌকা বিহার অন্যদিকে বিভিন্ন প্রাচীন জমিদার বাড়িগুলো একবার চোখে দেখা । এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলা চাক্ষুষ করে দেখা। পাশাপাশি সারাদিন নাচ, গান, ভুরিভোজের মধ্য দিয়ে দিন কাটল বছরের শেষ দিনে। নববর্ষের দিনও পর্যটকদের ভিড় যথেষ্ট থাকবে। তাই সতর্ক স্থানীয় প্রশাসন।

বাংলাদেশিদের আধার কার্ড তৈরি করে দেওয়ায় ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাবড়া

আপনজন: বাংলাদেশিদের আধার কার্ড করে দেওয়ার অপরাধে গ্রেফতার তিন ভারতীয় । একই সঙ্গে অবৈধভাবে ভারতে আসায় গ্রেফতার তিন বাংলাদেশী । মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করলো হাবড়া থানার পুলিশ। বাংলাদেশিদের ভারতীয় আধার কার্ড তৈরি করে দিয়ে গ্রেফতার তিন ভারতীয়। পাশাপাশি তিন বাংলাদেশিকেও গ্রেপ্তার করল হাবড়া থানার পুলিশ। ধৃত বাংলাদেশিরা হল মহম্মদ মতিউর রহমান, বাড়ি বাংলাদেশের নাটোর জেলায়, ধৃত সন্ধ্যা রায় ও তার মেয়ে সুপর্না রায় বাংলাদেশের বরিশালের উজিরপুর থানা এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের মধ্যে সন্ধ্যা ও মতিউরের নামে অসৎ উপায়ে আধার কার্ড করে দিয়েছিল হাবড়ার বয়রাগাছি এলাকার সায়েম হোসেন এবং মানিকতলা এলাকার মিন্টু দাস ও অমিত মন্ডল। ধৃতদের কাছ থেকে দুটি আধার কার্ডও আটক করা হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে আনোয়ার বেরিয়া এলাকা থেকে তাদের ধরা হয়। মঙ্গলবার ধৃতদের পেশ করা হয় হয় বারাসত আদালতে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত বাংলাদেশিদের এদেশে আসার বৈধ কোন কাগজপত্র পাওয়া যায়নি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গ্যাস ট্যাঙ্কার পাল্টি খেল বাগনানে

সুরজীৎ আদক ● বাগনান

আপনজন: গ্যাস ট্যাঙ্কার ওল্টানোর ঘটনায় চাঞ্চল্য হাওড়া গ্রামীণ জেলার বাগনানের চন্দ্রপুর এলাকায়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ কোলাঘাটের দিক থেকে আসা একটি গ্যাস ট্যাঙ্কার বাগনানের চন্দ্রপুর এলাকায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। ট্যাঙ্কারের সামনের অংশ আপ লেনে গিয়ে পড়ায় দুটি লেনেই যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ঘটনার জেরে ট্যাঙ্কারের চালক আহত হওয়ায় তাঁকে বাগনান গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গিয়েছে, ট্যাঙ্কারটি হলদিয়া থেকে উলুবেড়িয়ার বীরশিবপুরের এলপিজি প্লান্টে আসছিল। বাগনানের চন্দ্রপুর পেট্রোল পাম্পের কাছাকাছি এসে সেটি উল্টে যায়। এই ঘটনার খবর পেয়ে বাগনান থানার আইসি অভিজিৎ দাস, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর দেবদুলাল বিশ্বাস,বাগনান সাব ট্রাফিক গার্ডের ইনচার্জ বিকাশ পাল ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছান। উলুবেড়িয়া অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন ও বীরশিবপুরের এলপিজি প্লান্ট থেকে টেকনিশিয়ানসরা সেখানে পৌঁছায়।

৪ জানুয়ারির পর ফের হতে পারে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা, বাড়তে পারে তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই আবহাওয়া শুষ্ক ছিল। দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়াতে ১০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ছিল গত ২৪ ঘন্টায়। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে গত ২৪ ঘণ্টায় ৯ ডিগ্রি ছিল এবং দার্জিলিং এ ছিল ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস মঙ্গলবার জানান, আগামী বছরের চার ও পাঁচ জানুয়ারি পর থেকে আবার একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা দেখা দেবে। এর দরুন তাপমাত্রা আবার একটু ঊর্ধ্বমুখী হবে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা কেটে গেলে ফের তাপমাত্রা বঙ্গে নিম্নমুখী হবে।আগামী পাঁচ দিন দক্ষিণবঙ্গে সব জেলাতেই আবহাওয়া শুষ্ক থাকা সম্ভাবনা রয়েছে। ২৪ ঘন্টার পর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি মতো কমার সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ১৫ ডিগ্রির কাছাকাছি।ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলি হল, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর। দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি ধরানোর কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে সকালের দিকে।

কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বছরের শেষ দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৩ এবং দমদমে ১৬.৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

৫ তারিখের পর থেকে একটু তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝারের ফলে। আমাদের রাজ্যে শীতল বাতাস প্রবেশে বাধা পাওয়ার কারণে। ফের পশ্চিমী ঝঞ্ঝা কেটে গেলে বঙ্গে ফিরবে শীত।

সুন্দরবনের বাঘের হানায় ক্ষতিগ্রস্থদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবি এপিডিআরের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের ন্যায্য পাওনার দাবিতে ও জীবন জীবিকার অধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এপিডিআরের দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা হয়ে গেল মঙ্গলবার বিকালে কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠ উপকূল থানার পেটকুলচাঁদ এলাকায়। এদিন এই প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন এপিডিআরের রাজ্যে সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর, এপিডিআরের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক আলতাফ আহমেদ, এপিডিআরের দ:২৪ পরগনা জেলা কমিটির সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল,সোনারপুর শাখা সম্পাদক দেবাশীষ ভট্টাচার্য, শুভ্র মল্লিক সহ আরো অনেকে।

এদিন এই প্রতিবাদ সভায় অংশ নিয়ে এপিডিআরের রাজ্যে সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর বলেন, সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর এই সরকার।

উল্লেখ্য, দেউলবাড়ির মৎস্যজীবী আবুরালি মোল্লা সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হলেও এখনো পর্যন্ত তার মৃত দেহটি পাওয়া যায়নি। নবম শ্রেণীর ছাত্র বৈকুণ্ঠপুরের রাহুল হালদার- বাড়ির পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বাঘ তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এখনো সে গুরুতর অসুস্থ । মৈপিঠের বন্যধর মণ্ডল কয়েক দিন আগে সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে মারা যান। কুলতলির দেউলবাড়ী, গুড়গুড়িয়া, গৌড়ের চক বৈকুণ্ঠপুর সহ একাধিক এলাকায় প্রতিনিয়ত গ্রামে বাঘের আতঙ্ক। বনদপ্তর কিছুই ব্যবস্থা নিচ্ছে না অভিযোগ তুলে মানবাধিকার সংগঠনের মঙ্গলবার রাস্তায়-কুলতলিতে এপিডিআর আন্দোলনে নামে। মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআরের সহযোগিতায় কাঁটামারির দিলীপ সরদার ও মৈপিঠ নগেনাবাদের অমল দন্ডপাঠ হাইকোর্টের রায়ে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।

ভাষা দিয়ে সম্প্রীতি গড়ার ডাক কলকাতা জেলা বইমেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা জেলা বইমেলা কমিটির প্রস্তুতি সভা হয়ে গেল মঙ্গলবার কলকাতা নগর গ্রন্থাগারের সভা ঘরে । জেলা বইমেলার এবারের থিম ভাষা দিয়ে সম্প্রীতি গড়ব ।কলকাতা জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক মৃত্যুঞ্জয় মিত্র জানান, ৫ এম কলকাতা জেলা বইমেলা শুরু হবে ৩ জানুয়ারি চলবে ৯ জানুয়ারি প্রযন্ত । এবারে বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে মৌলালি অঞ্চলের রামলীলা পার্ক ময়দানে। প্রতিবারের ন্যায় এবারও নানান ভাষার বইয়ের স্টলের পাশাপাশি থাকবে নানান ভাষার মিলনে সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা গ্রন্থাগার সভাপতি মোক্তার আলী, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক মৃত্যুঞ্জয় মিত্র,সুমন চট্টোপাধ্যায় জেলা মাস এডুকেশন অফিসার , বিশিষ্ট সাংবাদিক ও রাজ্য সম্পাদক বঙ্গ সংস্কৃতি মঞ্চ ফিরোজ হোসেন, বিশিষ্ট সমাজসেবী এহতেশামুল হক, সমাজসেবী ফরিদ খান, সুস্মিতা দাস, রাজিয়া আহমেদ প্রমুখ।

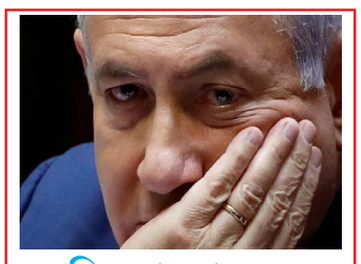

হুতির হামলার ভয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে নেতানিয়াহু

সারে-জমিন

বালুরঘাট পুরসভায় ধর্না ও অবস্থান-বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

২০২৪: হর্ষ বিষাদেই অবসান

সম্পাদকীয়

বাম আমলে রাস্তায় লাল মাটি পড়লেও আজও হয়নি ঢালাই

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১ জানুয়ারি, ২০২৫
১৬ পৌষ ১৪৩১
২৯ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

আইপিএলে দল না পাওয়া আয়ুশ ভাঙলেন জয়সোয়ালের রেকর্ড

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 1 ■ Daily APONZONE ■ 1 January 2025 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

হজে যাওয়ার দ্বিতীয় কিস্তির ফি জমা করার সময় সীমা ফের বাড়ল

আপনজন ডেস্ক: ২০২৫ সালে ভারত থেকে সৌদি আরবে হজ করতে যাওয়ার জন্য টাকা জমা দেওয়ার শেষ সময় সীমা ফের বৃদ্ধি করা হল। ওয়েটিং লিস্ট থেকে যাদের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে তাদের দুটি ইনস্টলমেন্ট এবং আগে নির্বাচিতদের দ্বিতীয় ইনস্টলমেন্টের টাকা জমা দেওয়ার শেষ সময় ছিল ৩০ ডিসেম্বর। অনেকে এই সময় সীমরা মধ্যে টাকা জমাও দিয়েছেন। এ ব্যাপারে হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়ার সিইইও নাজিম আহমেদ সোমবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছেন, হজযাত্রীদের আবেদনের কথা বিবেচনা করে সেই টাকা জমা দেওয়ার শেষ সময় সীমা করা হয়েছে ৬ জানুয়ারি ২০২৫। হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে গিয়ে কিংবা 'হজ সুবিধা' অ্যাপের মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং কিংবা ইউপিআই মারফত টাকা জমা দেওয়া যাবে। এছাড়া, এসবিআই ও ইউবিআইয়ে নির্দিষ্ট পে স্লিপের মাধ্যমেও টাকা জমা দেওয়া যাবে। অপেক্ষমান তালিকায় থাকা হজ অবেদনকারীদের টাকা জমা দেওয়ার রশিদ বা রিসিপ্ট নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হজ অফিসে জমা দিতে বলা হয়েছে ৮ জানুয়ারির মধ্যে।

আরও বলা হয়েছে, ডিপোজিট রিসিপ্টে প্রতিটি কভারে সরবরাহ করা অনন্য ব্যাঙ্ক রেফারেন্স নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। অবশিষ্ট হজের অর্থের তৃতীয় কিস্তির পরিমাণ সৌদি আরবে বিমান ভাড়া ও সৌদিতে খরচের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে এবং তা যথাসময়ে জানানো হবে। সংশ্লিষ্ট যাত্রা পয়েন্টগুলির জন্য হজ-২০২৫ এর জন্য ব্যয়ের বিবরণও হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়া ওয়েবসাইট https://hajcommittee.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

চিন্ময় কৃষ্ণের আইনজীবী দেখা করতে চান মমতার সঙ্গে: কুনাল

আপনজন ডেস্ক: সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে বাংলাদেশে এখন সংবাদ শিরোনামে। বিশেষ করে বাংলাদেশের ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণের জেলবন্দিকে ঘিরে এপার বাংলাতেও তার রেষ ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে চলমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের সঙ্গে বৈঠক করলেন চিন্ময় কৃষ্ণর আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ। মঙ্গলবার দুপুরে ব্যারাকপুরে রবীন্দ্র ঘোষের ছেলের বাড়িতে কুনাল ঘোষের সঙ্গে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সম্মেলনে কুণাল ঘোষ জানান, রবীন্দ্র ঘোষ চিন্ময় কৃষ্ণের জামিনের জন্য গত কয়েকদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তিনি পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। কুনাল জানান, রবীন্দ্র ঘোষের ইচ্ছা তিনি বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি চলমান নির্যাতনের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করবেন ও তার সহযোগিতার জন্য সাহায্য চান। কারণ মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে মুখ খোলায় তিনি মুগ্ধ হয়েছেন।

বিজেপি ক্ষমতায় এলে মমতাকে গ্রেফতার করা হবে: শুভেন্দু অধিকারী

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেলে পাঠানো হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেশখালিতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার একদিন পরে, বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী মঙ্গলবার একই জায়গায় একটি সমাবেশ করেন এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের কথিত অপকর্মের প্রতিবাদ করার জন্য এলাকার মহিলাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ গঠনের জন্য তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন সীমান্তে অবস্থিত এই দ্বীপে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'দুষ্টু অভিপ্রায়ে'র ব্যক্তি বলে মন্তব্য করেন। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় এলে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের অত্যাচারের অভিযোগের তদন্তে তদন্ত কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। শুভেন্দু অভিযোগ করেন, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে সন্দেশখালিতে মা-বোনেদের গ্রেফতারের ষড়যন্ত্র করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শাহজাহান শেখের মতো স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করায় তাদের মিথ্যা মামলা দিয়ে চড় মারা হয়েছে এবং গ্রেফতার করা হয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই ধরনের অত্যাচারে প্ররোচনা দেওয়ার জন্য আপনাদের (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে জমি দখল ও মহিলাদের যৌন হেনস্থার অভিযোগে চলতি বছরের গোড়ায় সন্দেশখালিতে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়।

স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে জমি দখল ও মহিলাদের যৌন হেনস্থার অভিযোগে বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর সন্দেশখালিতে তাঁর প্রথম সফরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার রাজ্যের বাসিন্দাদের রাজ্য পরিচালিত প্রকল্পের সুবিধা পেতে কাউকে টাকা না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গণবিতরণ কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করতে সন্দেশখালিতে গিয়েছিলেন। সন্দেশখালির আন্দোলন সামাল দিতে বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করে স্থানীয় মহিলাদেরকে কেউ ফোন করলে সেদিকে নজর না দেওয়ার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মমতা বলেছিলেন, আমি জানি যে এই আন্দোলনের পিছনে একটি বড় খেলা ছিল এবং অর্থের খেলা ছিল। পরে মানুষ বুঝতে পারে যে পুরো বিষয়টি মিথ্যা ছিল।

অবশেষে সত্যিটা বেরিয়ে আসে। তিনি আরও বলেছিলেন, আমি এই বিষয়গুলি মাথায় রাখতে চাই না। মমতার অভিযোগ ছিল, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে সন্দেশখালিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিশেষ করে বসিরহাট কেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী ইস্যু বানানোর চেষ্টা করেছিল বিজেপি।

৮ বছর পর আবার সন্তোষ ট্রফি জিতল বাংলা ব্রিগেড

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার হায়দরাবাদের জিএমসি বালাযোগী স্টেডিয়ামে ৭৮তম সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে কেরালাকে ১-০ গোলে হারিয়ে রেকর্ড ৩৩ বারের মতো শিরোপা জিতল পশ্চিমবঙ্গ।

দ্বিতীয়ার্ধের অতিরিক্ত সময়ে বক্সের মধ্যে মনোতোষ মাঝির হেড দেওয়া বল পান রবি হাঁসদা। আর তারপর সোজা শটে তিনি বল জড়িয়ে দেন গোল পোস্টের জালে।

দুর্দান্ত স্ট্রাইকার হাঁসদা টুর্নামেন্টে নিজের ১২তম গোল করে ফাইনালের নায়ক হয়েছেন। জালে বল জড়ানোর পর আনন্দে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন রবি হাঁসদা এবং নিজের জার্সি খুলে উদযাপন করেন তিনি।

রবি হাঁসদাকে টুর্নামেন্টের দুটি শীর্ষ ব্যক্তিগত পুরস্কার - তুলসীদাস বলরাম প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার এবং পিটার থঙ্গরাজ প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। টুর্নামেন্টের প্রথম দিন থেকেই হাঁসদা যেভাবে দলের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছিলেন, তাতে পুরস্কারের জন্য আর কোনও দাবিদার ভাবা বোধহয় অসম্ভব।

ম্যাচটি যখন আস্তে আস্তে পেনাল্টির মাধ্যমে ফল নির্ধারিত হওয়ার দিকে এগোচ্ছিল, তখন হাঁসদা গোল করেন।

বাংলার এই সন্তোষ ট্রফি জয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'দীর্ঘ ৮ বছরের অপেক্ষার পর, মর্যাদাপূর্ণ সন্তোষ ট্রফি পুনরুদ্ধার করে জয়ের ধ্বনিতে ২০২৫ সাল শুরু করল বাংলার ফুটবল দল। এনিয়ে রেকর্ড ৩৩ বার জিতল বাংলা। রবি হাঁসদার আসামান্য গোলে দুরন্ত এই জয় পাওয়া গেছে। ১৩ গোল করে সোনার বুটও জিতে নিয়েছেন রবি হাঁসদা। কোচ সঞ্জয় সেন, অধিনায়ক চাকু মান্ডি, গোটা বাংলা দল, দলের ম্যানেজমেন্ট, কোচিং ও ট্রেনিং স্টাফদের ঐতিহাসিক এই সাফল্যের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ভারতীয় ফুটবলের কেন্দ্রস্থল হিসাবে জ্বলজ্বল করছে বাংলা। আগামী দিনে আরও অনেক সাফল্য অপেক্ষা করছে।'

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল

(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

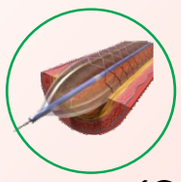

বেলুন সার্জারী

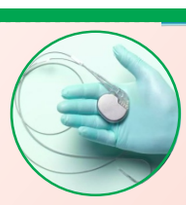

পেশমেকার

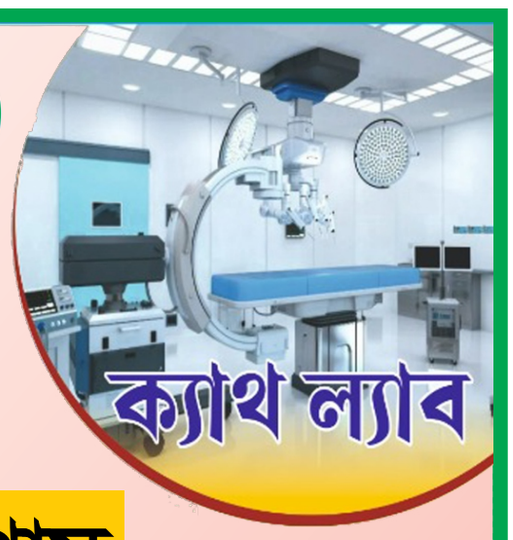

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

ওপেন হার্ট সার্জারি

● হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)

● জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।

● শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৬ পৌষ ১৪৩১, ২৯ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

বোবার শত্রু নাই

এক প্রজাতির পাখি হঠাত্ বোবা হইয়া গিয়াছে। পাখিটির নাম রিজেন্ট হানিইটার। আহা মধু যাহারা খায়, তাহারা কেন কণ্ঠহারা হইবে? পাখিরা তো কিচিরমিচির করিবে, গান গাহিবে। কবি বলিয়াছেন–'একবার ভেবে দেখ ভেবে দেখ মন/ পৃথিবীতে পাখি কেন গায়।'

পাখি কেন গান গায়–ইহার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা অনেক পূর্বেই দিয়াছেন। পাখিরা তাহাদের কূজন কিংবা গানের মাধ্যমে তথ্যের আদানপ্রদান করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে রহিয়াছে বিপত্সংকেত, অনুরাগ, প্রেম এবং বংশবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু কোনো এক প্রজাতির পাখি যদি গান গাওয়া ভুলিয়া যায়–তাহা হইলে ইহার নেপথ্য বিপদের ইতিহাস জানিতে হইবে। রিজেন্ট হানিইটার ছিল গায়ক পাখি। গবেষণায় বলা হইয়াছে, গান ভুলিয়া যাওয়ার কারণে তাহারা বিপন্নও হইয়া পড়িয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল, গান ভুলিয়া যাওয়ার জন্য বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, নাকি বিপন্ন হইবার কারণে তাহারা গান ভুলিয়া গিয়াছে? এই প্রশ্নে পরিবেশ-প্রতিবেশের বিপন্নতার কথাই সকলের পূর্বে আসিবে। সেই দিকে ব্যাখ্যা করিবার মতো অনেক কিছুই রহিয়াছে। আমরা এই ক্ষেত্রে বুঝিয়া দেখিতে পারি, একটি প্রজাতি মূক বা বোবা হইয়া গেলে, কথা বলিতে ভুলিয়া গেলে কীভাবে তাহারা বিপন্ন হইয়া পড়ে। কিছুদিন পূর্বে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে রিজেন্ট হানিইটার পাখির ব্যাপারে বলা হইয়াছে, এই পাখি একসময় দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় বিপুলসংখ্যায় বসবাস করিলেও এখন মাত্র তিন শতের ঘরে নামিয়া আসিয়াছে। সুতরাং স্পষ্টভাবেই তাহারা এখন পুরাপুরি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ার প্রহর গুনিতেছে। তাহা হইলে সমীকরণটি এইরকম দাঁড়াইল, কেহ যখন কথা বলিতে ভুলিয়া যায় তখন তাহারা বিপন্ন হইয়া পড়ে। কিংবা বলা যায়, বিপন্ন হইয়া পড়িলে কথা বলা ভুলিয়া যাইতে হয়। আর তখন তাহাদের বিলীন হইয়া যাওয়াটাও কেহ আটকাইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছেন–'মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি,/ হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী।' তাই, তো; পাখি গান বন্ধ করিলে রাখাল তো বেণু বাজাইতেই পারে; কিন্তু এই বেণু বাজাইবার মতো রাখাল তো থাকিতে হইবে। তাহা না হইলে কবির কথা অনুযায়ী মধ্যদিনেই নামিয়া আসিবে শ্মশান নীরবতা। এখন আমরা খুব সহজেই বুঝিতে পারি, কূজন কিংবা গানের মাধ্যমে পাখিরা যেইভাবে নিজেদের টিকাইয়া রাখে, সেই পাখিরাই যদি মূক হইয়া পড়ে, গান গাইতে ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা রিজেন্ট হানিইটারের মতো হইবেই। মানবজীবনও কি একই রকম নহে? কোনো জাতি যদি তাহার কথা বলিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে, তবে তাহারা কি ক্রমশ বিপন্ন হইয়া পড়িবে না? কিংবা উলটা করিয়া বলিতে পারি, কোনো জাতি যদি অন্তঃসলিলার মতো তলে তলে বিপন্ন হইয়া পড়ে তাহা হইলে কি তাহারা কথা বলিবার ক্ষমতা ক্রমশ হারাইয়া ফেলিবে না? কোথাও যদি তৈরি হয় এমনই পরিবেশ, যেইখানে কথা বলার চাইতে চুপ থাকাটাই শ্রেয়–সেইখানে কি রিজেন্ট হানিইটার পাখির মতো মানুষও ক্রমশ মূক বা বোবা হইয়া যাইবে? আমাদের এইভাবে অনেক জিজ্ঞাসার মধ্যে ফেলিয়া দিতেছে রিজেন্ট হানিইটার পাখি।

তাহা হইলে এত কিছু না ভাবিয়া আমরা কবিগুরুর 'অনন্ত জীবন' কবিতার মতো বলিতে পারি–'অধিক করি না আশা, কীসের বিষাদ/ জন্মেছি দুদিনের তরে,/ যাহা মনে আসে তাই আপনার মনে/ গান গাই আনন্দের ভরে।' সুতরাং আমাদেরও বুঝিতে হইবে–সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে সকলকেই যাইতে হইবে। যাহা মনে আসে, তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া কী লাভ? বোবা থাকিয়াও কি খুব অধিক লাভ আছে? কথায় বলে–বোবার শত্রু নাই; কিন্তু মিত্রও তো নাই। বরং বোবায় আছে বিপন্নতা–রিজেন্ট হানিইটার পাখির মতো। সুতরাং রিজেন্ট হানিইটার পাখি হইতে শিখিবার আছে অনেক কিছু।

•••••••••••••

২০২৪: হর্ষ বিষাদেই অবসান

দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল ২০২৪ , আসছে নতুন বছর ২০২৫ সাল ।২০২৪ সালটি যেন ঘনঘটা, এই সালে কখনও উঠে এসেছে বেদনাদায়ক ঘটনা কখনও বা সুখস্মৃতি। পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে যুদ্ধের বিষবাষ্প, ক্ষমতা লড়াইয়ে মানুষই আজ মানুষের বড় শত্রু। দেশে দেশে সংঘাতে জারি মৃত্যুর মিছিল । যুদ্ধের বলি নিষ্পাপ শিশুরাও। কোথাও আবার সরকারের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থান নাড়িয়ে দিয়েছে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত। কোথাও সংখ্যালঘুদের হাহাকারে ভারী বাতাস। নিষ্পত্তি না হওয়া এমন বহু ঘটনাকে সঙ্গে নিয়েই স্বাগত জানাতে হবে ২০২৫ সালকে। লিখেছেন **এম ওয়াহেদুর রহমান..**

'হাসি - কান্না হিরা পান্না'য় শেষ হলো ২০২৪ সাল। দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল ২০২৪ , আসছে নতুন বছর ২০২৫ সাল। ২০২৪ সালটি যেন ঘনঘটা, এই সালে কখনও উঠে এসেছে বেদনাদায়ক ঘটনা কখনও বা সুখস্মৃতি। পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে যুদ্ধের বিষবাষ্প, ক্ষমতা লড়াইয়ে মানুষই আজ মানুষের বড় শত্রু। দেশে দেশে সংঘাতে জারি মৃত্যুর মিছিল। যুদ্ধের বলি নিষ্পাপ শিশুরাও। কোথাও আবার সরকারের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থান নাড়িয়ে দিয়েছে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত। কোথাও সংখ্যালঘুদের হাহাকারে ভারী বাতাস। নিষ্পত্তি না হওয়া এমন বহু ঘটনাকে সঙ্গে নিয়েই স্বাগত জানাতে হবে ২০২৫ সালকে। তাই নতুন বছরকে স্বাগত জানার প্রাক লগ্নেই বারংবার ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় ২০২৪ সালে। কেননা ২০২৪ সালটি নানান ঘটনার স্বাক্ষী বহন করেছে। সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যখন ইংরেজি নববর্ষ(২০২৪ সাল) বরণের আনন্দে মাতোয়ারা, ঠিক সেই সময়ে বছরের প্রথম দিনেই ৭.৬ মাত্রায় তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল উদীয়মান সূর্যের দেশ - জাপান। এই বছরেই বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনকে বয়কট করেন প্রধান বিরোধী দল বিএনপি। কিন্তু নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতাসীন হয় আওয়ামী লীগ। প্রধানমন্ত্রী পদে সমাসীন হন শেখ হাসিনা। তবে আট মাসের ব্যবধানে গদিচ্যুত হন শেখ হাসিনা। ৫ আগস্ট শিক্ষার্থী ও জনতার গণ অভ্যুত্থানে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। এরপর ৮ আগষ্ট ড. ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার। ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় নির্বাচন। জেলে বসেই আমজনতার জন্য বার্তা দেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। ভোটের ফলাফলে দেখা যায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে শাহবাজ শরীফের দল পাকিস্তানি মুসলিম লিগ - নওয়াজ (P M L N). সবচেয়ে বেশি আসন পায় ইমরানের দল পিটিআই সমর্থিত নির্দলরা। কিন্তু নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার কারণে তাঁরা সরকার গঠন করতে পারেন নি। ফলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শেহবাজ শরীফ। রাশিয়ার বিরোধী নেতা অ্যালেক্সই নাভালনির মৃত্যু হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি।

চরম অরাজকতা, লুটতরাজে জেরবার ক্যারিবিয়ান দ্বীপ পুঞ্জের ছোট দেশ হাইতি। মাফিয়াদের তান্ডবে বিপন্ন হয় সাধারণ মানুষের জীবন। ১৫ মার্চ রাজধানী পর্তোপ্রাসের ৮০ শতাংশ দখল করে নেয় বিভিন্ন গ্যাং। ইস্তফা দিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যান প্রধানমন্ত্রী অ্যারিয়াল হেনরি। ১৭ মার্চ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় রাশিয়ায়। ইউক্রেন যুদ্ধ, বিরোধী নেতা নাভালনির মৃত্যু কোন কিছুর প্রভাব তাঁর মসনদে ফেরার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বিপুল জনসমর্থন পেয়ে পঞ্চমবারের মতো শপথ নেন ভ্লাদিমির পুতিন। ১লা এপ্রিল থেকে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত সংঘটিত হয় ইরান - ইসরাইল সংঘাত। ৩ এপ্রিল ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল তাইওয়ান। রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৭.৪। গত ২৪ বছরের মধ্যে এটাই তাইওয়ানে হওয়া সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প। ৫ মে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে ব্রাজিল। সঙ্গে দোসর প্রবল বর্ষণ। গত আশি বছরের মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় ভয়াবহ বন্যা। ১৯ মে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি। তাঁর মৃত্যুর পর ৬ জুলাই নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন মাসুদ পেজোস্কিয়ান। ৫ জুলাই ব্রিটেনের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়। ঋষি শুনানকে পরাজিত করে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন কেয়ার স্টারমার।

৪ জানুয়ারি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লাক্ষা দ্বীপ সফরের পরেই মালদ্বীপ ভারত সংঘাত তুঙ্গে উঠে। মোদীকে নিয়ে নানা বিতর্কিত মন্তব্য করেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুর দলের একাধিক নেতা। এমনকি ভারতের সমুদ্র সৈকত গুলো নোংরা, দুর্গন্ধ বলেও কটাক্ষ করে সে দেশের কয়েকজন নেতা। তারপরেই

চরম অরাজকতা, লুটতরাজে জেরবার ক্যারিবিয়ান দ্বীপ পুঞ্জের ছোট দেশ হাইতি। মাফিয়াদের তান্ডবে বিপন্ন হয় সাধারণ মানুষের জীবন। ১৫ মার্চ রাজধানী পর্তোপ্রাসের ৮০ শতাংশ দখল করে নেয় বিভিন্ন গ্যাং। ইস্তফা দিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যান প্রধানমন্ত্রী অ্যারিয়াল হেনরি। ১৭ মার্চ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় রাশিয়ায়। ইউক্রেন যুদ্ধ, বিরোধী নেতা নাভালনির মৃত্যু কোন কিছুর প্রভাব তাঁর মসনদে ফেরার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বিপুল জনসমর্থন পেয়ে পঞ্চমবারের মতো শপথ নেন ভ্লাদিমির পুতিন।

নিন্দার ঝড় উঠে। গোটা ভারত জুড়ে শুরু হয় ' বয়কট মালদ্বীপ '। ভারতের প্রত্যেকটি কোনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে রতন টাটার নাম। দেশের প্রতি তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। রতন টাটার হাত ধরেই একের পর এক শিল্প গড়ে উঠেছে দেশে। কিন্তু তিনি না ফেরার দেশে চলে গেছেন ৯ অক্টোবর '২৪। ১লা নভেম্বর ভারতকে হারাতে হয়েছে বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার রোহিত বলকে। এ বছরের অন্তিম মুহূর্তে অর্থাৎ ২৬ ডিসেম্বর হারাতে হয়েছে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা উদার অর্থনীতির জনক ড. মনমোহন সিং কে ,যা অপুরনীয় ক্ষতি। ৯ জানুয়ারি হারাতে হয়েছে ওস্তাদ রশিদ খান কে। যার গানে মুগ্ধ ছিল গোটা দেশবাসী। দেশ - বিদেশেও তাঁর গান বহুল সমাদৃত ছিল। ভারতবাসী ভুলতে পারে নি আরেক এক গজল সঙ্গীত শিল্পী পঙ্কজ উদাসকে। যিনি ২৬ ফেব্রুয়ারি পরপারে পাড়ি দিয়েছেন।

১৩ মে বিহারের উপ মুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদী ,রমোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান তথা মিডিয়া ব্যারন রামোজি রাও প্রয়াত হয়েছেন। ১০আগাষ্ট জীবনাবসান হয়েছে প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী নটবর সিং এর। ২৬ নভেম্বর এসার গ্রুপের কোন ফাউন্ডার শশীকান্ত রুইয়াকে হারিয়েছে ভারত। ১৫ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন তবলাবাদক সঙ্গীত শিল্পী জাকির হোসেন। যাঁর তবলার মুর্ছনায় পাগল ছিল মানুষ। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি ফের সরকার গঠন করে। তবে আগের তুলনায় কিছুটা কম আসন পাওয়ায় জোটসঙ্গীদের উপর নির্ভরতা বেড়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির। এই বছরেই অযোধ্যায় ঐতিহাসিক রাম মন্দিরের উদ্বোধন হয়েছে। রিলায়েন্স গ্রুপের কর্ণধার মুকেশ আম্বানির ছোট ছেলে অনন্ত আম্বানির বিয়ে হয়। চন্দ্রযান -৩ উৎক্ষেপণ একটি নতুন মাইলফলক স্পর্শ করেছে ইসরো

৩৭০ ধারা বিলোপের পর২০২৪ সালে জম্মু - কাশ্মীরে প্রথমবারের মতো বিধান সভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের জনপ্রিয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলি এই বছরেই আনুষ্ঠানিক ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করেন। অসমে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মপুত্র নদীর জল বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বহু এলাকা প্লাবিত করে। মণিপুরে জাতিগত সংঘাত ও হিংসার ঘটনা দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৮ আগষ্ট আশি বছর বয়সে প্রয়াত হন। ২৩ ডিসেম্বর প্রয়াত হলেন ভারতীয় সিনেমার কিংবদন্তি পরিচালক শ্যাম সেনেগাল। ১২ সেপ্টেম্বর সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি প্রয়াত হন। এই বছরেই একশো বছর পদার্পণ করলো কলকাতা বিমানবন্দর। ২৩ নভেম্বর ' লাল পাহাড়ির দেশ ' এর স্রষ্টা কবি অরুণ চক্রবর্তী না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন। ৯ আগষ্ট জীবনের বিনিময়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে প্রতিবাদের এক সুতোয় বেঁধে দিয়ে গেছেন আর জি কর মেডিক্যালে নিহত তরুণী চিকিৎসক। স্মৃতির প্রেক্ষাপটে নানান ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়েই ২০২৪ বর্ষ পরিক্রমার সমাপ্তিই বহন করে আনলো ২০২৫ সালকে।

ট্রেনের বগির নিচে ঝুলে ২৯০ কিলোমিটার ভ্রমণ

আপনজন ডেস্ক: বিনা টিকিটে ট্রেনে ভ্রমণ করতে মানুষ কত কাণ্ডই না করে। ট্রেনে টিটির সঙ্গে লুকোচুরি খেলা থেকে শুরু করে জরিমানা এড়াতে ট্রেন স্টেশনে থামার আগেই নামতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে, এমন নজিরও আছে। কিন্তু বিনা টিকিটে ভ্রমণ করতে ট্রেনের বগির নিচে ঝুলে এক বা দুই নয়, বরং ২৯০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার ঘটনা সত্যি বিরল।

চোখ কপালে তোলা এই ঘটনা ঘটেছে ভারতের মধ্যপ্রদেশে। সেখানে সম্প্রতি রেলকর্মীরা জাবালপুর স্টেশনে আসা দানাপুর এক্সপ্রেসের নিচের অংশ পরীক্ষা করে দেখছিলেন। নিয়মিত পরীক্ষার অংশ হিসেবেই তাঁরা দেখছিলেন সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি না। আর সেটা করতে গিয়েই তাঁদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। রেলকর্মীরা দেখতে পান, দানাপুর এক্সপ্রেসের এস ফোর বগির নিচে দুই পাশের চাকার মাঝখানের জায়গায় বিপজ্জনকভাবে উল্টো হয়ে বগির তলা আঁকড়ে ধরে আছেন এক ব্যক্তি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর খবর অনুযায়ী, ওই ব্যক্তি এভাবেই ইতারসি থেকে জাবালপুরে এসে পৌঁছেছেন। ওই ব্যক্তির ট্রেনের নিচে ঝুলে থাকার এবং সেই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়।

জিজ্ঞাসাবাদে ওই ব্যক্তি বলেন, তিনি বিনা টিকিটে ভ্রমণের জন্য এই ঝুঁকি নিয়েছেন। কারণ, তাঁর কাছে ট্রেনের টিকিট কেনার মতো অর্থ ছিল না।

ভারতের রেলওয়ে প্রটেকশন ফোর্সকে (আরপিএফ) ডেকে পাঠিয়ে ওই ব্যক্তিকে পরে তাদের হেফাজতে দেওয়া হয়। ঘটনার ভিডিও ফুটেজ দেখে ওই ব্যক্তিকে সে সময়ে মদ্যপ মনে হয়েছে।

এ ঘটনায় রেলওয়ের নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ওই ব্যক্তি কী করে এমন বিপজ্জনকভাবে ট্রেনের নিচে গিয়ে লুকিয়ে পড়তে সক্ষম হলেন, সে প্রশ্নও উঠেছে।

এ ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তারা আরও বিস্তারিত তথ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণও জোরদার করা হয়েছে।

নববর্ষের উদযাপন, আর মানবতার আর্তনাদ

মহবুবুর রহমান

বিশ্বজুড়ে যখন নববর্ষের উল্লাসে সকলের খুশির পারদ চড়ছে, ঠিক তখনই গাঁজায় বছরব্যাপী চলমান ভয়াবহ মানব নিধনযজ্ঞ চরম সীমা অতিক্রম করছে।কতটা বিদঘুটে !!! ইসরায়েলি সন্ত্রাসের তান্ডবে ফিলিস্তিনের গাঁজা উপত্যকায় মানবতা আজ ভূলুণ্ঠিত। বছরের পর বছর ধরে এই নির্মম হত্যাযজ্ঞ চলছে, আর পৃথিবীজুড়ে মানবতার স্বার্থপর ফেরিওয়ালারা নিঃশব্দে তাদের দায়িত্ব ভুলে গেছেন। আজ বিশ্ব বিবেক কী এক অজানা নীরবতায় স্তব্ধ! ধিক্কার জানাই! পৃথিবীর চলমান অবস্থা ভাবতে অবাক লাগে! এ যেন এক অশুভ চক্র–মানবতা আজ এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন যে, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জাতি মানুষ হয়ে আমরা একে অপরকে হত্যা করছি। হানাহানি , মারামারিতে লিপ্ত সবাই! কখনোই থেমে না থাকার এই সংঘাতের কারণ কি? কোথায় আমাদের মানবিকতা? কেন আমাদের সমাজে সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষিত নয়? এমনকি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোও তাদের দায়িত্ব পালন করছে না। এরা কি আসলেই লজ্জা অনুভব করে না?

একটি দেশের প্রকৃত উন্নতি সেই দেশের সংখ্যালঘুদের সম্পূর্ণ সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর নির্ভর করে। যেই দেশে সংখ্যালঘুরা নিরাপদ, সেই দেশই সার্থকভাবে উন্নত। তবে আজ দুঃখজনকভাবে বিশ্বের অনেক দেশ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত, সেখানে তাদের কোনো শোক কিংবা দুঃখবোধ নেই। তবুও আজ বিশ্ববাসী যখন শুভ নববর্ষ উদযাপন করছে, তখন গাঁজায় হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে–এদের জন্য আজও কেউ কথা বলছে না! সবাই যেন অন্ধ!

বিশ্ব নেতাদের অনেকেই এই হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে কেবল নিন্দা জানাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবিক পদক্ষেপের কোনো ইঙ্গিত নেই। ইসরায়েল যে নিষ্ঠুরতার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে, তাতে গাজার 'কামাল আদওয়ান হাসপাতাল' ধ্বংস হয়ে গেছে, এবং সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানে বহু মানুষ, চিকিৎসক এবং রোগী প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু কোথায় সেই মানবতার ফেরিওয়ালা যারা এ বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) পর্যন্ত এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে, কিন্তু কার্যকর পদক্ষেপ কি রয়েছে? ঐ যুদ্ধ বিদ্ধস্ত অঞ্চলের মানুষের চিকিৎসার শেষ সম্বলটুকুও ইসরাইলী হায়েনাদের দানবিক সন্ত্রাসী আক্রমণে আজ ধ্বংস! অথচ বিশ্ব বিবেক ভাত ঘুমে!!! আফসোস!

আলজাজিরার রিপোর্ট অনুযায়ী, হাসপাতালের অপারেটিং রুম ও জরুরি বিভাগ পুড়ে গেছে এবং প্রায় ৩৫০ জন মানুষকে সরিয়ে নিতে বাধ্য করা হয়েছে। তবে, ইসরায়েলি বাহিনী দাবি করেছে যে, এই হাসপাতালটি হামাসের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এটিই ছিল ছন্নছাড়া, বাস্তুহারা, যুদ্ধ বিদ্ধস্ত আবাল বৃদ্ধ বনিতার একমাত্র চিকিৎসা স্থল।জালেমরা ভিত্তিহীন অভিযোগ দিয়ে এটাও জ্বালিয়ে দিয়েছে!!! ছিঃ ছিঃ!হাসপাতালের অপব্যবহার করা এক চরম অপরাধ, মানবতার হত্যা !!! প্রশ্ন জাগে,এদের হৃদয়ে কি সামান্যতম মানবতাবোধ নেই ???

বিশ্বের নানা প্রভাবশালী রাষ্ট্রধারীরা এই ঘটনা নিয়ে নিজেদের বিবৃতি দিয়েছে, কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়া মাত্রাতিরিক্ত মৃদু। একটি সুস্থ, মানবিক পৃথিবী গড়ার দায়িত্ব আজ প্রতিটি মানুষের। গাঁজা উপত্যকায়, সিরিয়া, লিবিয়া, লেবানন, বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর নানা প্রান্তে সংঘাত চলছে–এগুলো নিয়ে আমরা কি সত্যিই যত্নশীল? আমাদের দায়িত্বশীলতাকে আমাদের জীবনধারার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

মানবতার কল্যাণে আমাদের একযোগভাবে কাজ করতে হবে। আমরা যদি নিজেদের আনন্দের ও জীবনের অহেতুক রঙ্গলীলায় মত্ত হয়ে পৃথিবীর অন্যায়-অপরাধকে গ্রাহ্য করি, প্রতিবাদ না করি, আওয়াজ না তুলি তবে আমাদের মানুষ হিসেবে দাবি নিস্ফল। তবে আমাদের সমূহ আনন্দ ভরা প্রাণবন্ত জীবন ব্যর্থ ও অপদার্থ মূলক।

আমরা শুধু আত্মকেন্দ্রিক হলে ও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে অন্যায়ের সঙ্গ দিলে আমরা নরাধম। আমাদের কে ভাবতে হবে। আজ গাঁজা উপত্যকাসহ যে কোনো যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অঞ্চলের মানুষদের সহানুভূতি ও সহায়তা দেওয়ার সময় এসেছে। এর মাধ্যমে আমরা শুধু নিজেদের দায় পালন করছি না, বরং পৃথিবীকে শান্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

এখন, আমাদের উচিত মানবতার জন্য কাজ করা, পৃথিবীর প্রান্তে যেকোনো নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহায্য করা। এই পৃথিবী যদি আমাদের সকলের কল্যাণে এক হয়ে কাজ করে, তবে একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গঠন সম্ভব হবে। যদি প্রতিটি মানুষ নিজ ধর্ম ও পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণু হয়, তবে আর কোনো সংঘাত হবে না। আমরা সবাই একে অপরের জন্য, মানবতার জন্য।

শেষে বলতে চাই, "মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য।"

প্রথম নজর

আরব আমিরাতে বিমান বিধ্বস্ত, নিহত ২

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ায় ভয়াবহ বিমান বিধ্বস্তের রেশ না কাটতেই এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতেও ঘটেছে বিমান দুর্ঘটনা।
রোববার আরব আমিরাতের রাস আল খাইমাহ উপকূলে একটি ছোট বিমান বিধ্বস্ত হয়ে দু'জনের প্রাণহানি হয়েছে। নিহতরা ভারতীয় ও পাকিস্তানি বলে জানা গেছে।
স্থানীয় বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে আনাদোলু এজেন্সি।
জেনারেল সিভিল এভিয়েশন অথরিটি এক বিবৃতিতে বলেছে, জাজিরা এভিয়েশন ক্লাব পরিচালিত একটি হালকা বিমান সমুদ্রে বিধ্বস্ত হয়ে পাইলট এবং কো-পাইলট উভয়েই নিহত হয়েছেন। মারাত্মক এই দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয় করতে তদন্ত শুরু হয়েছে।
বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 'সৈকত বরাবর কোভ রোটানা হোটেলের কাছে উড্ডয়নের পরপরই দুর্ঘটনাটি ঘটে।'
এতে আরো বলা হয়, প্রাথমিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, গ্লাইডারটি (ফিক্সড উইংয়ের এয়ারক্র্যাফট) রেডিও যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে এবং পরে জরুরি অবতরণের চেষ্টা করেছিল।
প্রসঙ্গত, আমিরাতের সাতটি রাজ্যের অন্যতম রাস আল খাইমাহ সংযুক্ত আরব আমিরাতের সবচেয়ে উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত।

আফগানিস্তানে এবার মহিলাদের চাকরি দেওয়া এনজিওগুলো বন্ধের নির্দেশ

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানে নারীদের কাজে নিয়োগ দেওয়া সকল জাতীয় ও বিদেশি বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে তালেবান সরকার। আলজাজিরার প্রতিবেদনে এই খবর দেওয়া হয়েছে। গতকাল রবিবার রাতে এক্স-এ প্রকাশিত একটি চিঠিতে দেশটির অর্থনীতি মন্ত্রণালয় সতর্ক করেছে, সর্বশেষ আদেশ মেনে চলতে ব্যর্থ হলে এনজিওগুলো আফগানিস্তানে তাদের পরিচালনার লাইসেন্স হারাবে। তালেবান সরকার দুই বছর আগে এনজিওগুলোকে আফগান নারী কর্মী নিয়োগ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিল। কারণ হিসেবে সরকার জানিয়েছে, এনজিওতে কাজ করা নারীরা প্রশাসনের দেওয়া নির্ধারিত পোশাকবিধি মেনে চলে না। চিঠিতে বলা হয়েছে, সরকার আবারও তালেবান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এমন প্রতিষ্ঠানের সকল নারীর কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছে। এতে আরো বলা হয়েছে, 'তারা সহযোগিতা না করলে প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম বাতিল করা হবে এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সেই প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সও বাতিল করা হবে।'
২০২১ সালের আগস্টে তালেবানের ক্ষমতায় আসার পর থেকে জনসাধারণের স্থান থেকে নারীদের অনেকাংশে মুছে ফেলা হয়েছে। এ ছাড়া তালেবান কর্তৃপক্ষ মেয়ে এবং নারীরে জন্য ষষ্ঠ শ্রেণির পর শিক্ষার অধিকার বন্ধ করে দিয়েছে। সরকার বেশির ভাগ চাকরিতেই নারীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং পার্ক ও অন্যান্য পাবলিক স্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে। প্রথমে তালেবান সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একটি পোস্টে বলেছিল, প্রাথমিক শিক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা একটি 'অস্থায়ী স্থগিতাদেশ'। মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ গঠনের পরে তা তুলে নেওয়া হবে, তবে আজ পর্যন্ত এই ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।
এ ছাড়া, সম্প্রতি দেশটিতে নারীদের প্যারামেডিকেল এবং ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণও নিষিদ্ধ করা হয়। এদিকে তালেবান নেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা জানালা, বারান্দা বা যেসব স্থান থেকে নারীদের দেখা যেতে পারে, সেগুলো ঢেকে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। এই মাসের শুরুর দিকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে জানিয়েছিল, ত্রাণ কাজের জন্য গুরুতর প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মানবিক কর্মীদের (আফগান নারী) তাদের দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া হচ্ছে। জাতিসংঘের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা টম ফ্লেচার তালেবান সরকার কর্তৃক অবরুদ্ধ নারী বা পুরুষ কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন।

হুতির হামলার ভয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস বা ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা রকেট হামলা চালাতে পারে এমন শঙ্কায় দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে একটি হাসপাতালের আন্ডারগ্রাউন্ডে রাখা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর দফতর এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
জানা গেছে, গত রোববার জেরুজালেমের হাদাশা মেডিকেল সেন্টারে নেতানিয়াহুর প্রোস্টেটের অস্ত্রোপচার হওয়ার পর সেখানেই আছেন তিনি। তবে হামাস বা হুতি বিদ্রোহীরা রকেট হামলা চালাতে পারে এমন শঙ্কা থেকে তাকে হাসপাতালের সুরক্ষিত আন্ডারগ্রাউন্ডে রাখা হয়েছে।
গত রোববার গাজার বেঈত হানুন থেকে ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে দুটি রকেট ছোড়া হয়। ইসরায়েলি বাহিনী রকেটগুলো আটকাতে সমর্থ হয়। কিন্তু ১৫ মাসের যুদ্ধের পর গাজা থেকে রকেট ছোড়ার বিষয়টি ভাবিয়ে তোলে দখলদারদের।
৭৫ বছর বয়সী নেতানিয়াহুকে গত মার্চেও ছুরি-কাঁচির নিচে যেতে হয়। সেবার তার হার্নিয়ায় অস্ত্রোপচার করা হয়। ওই সময় বেশ কয়েকদিন সরকারি দায়িত্ব পালন থেকে দূরে ছিলেন তিনি। আর গত বছর তার হৃদপিণ্ডে ব্লক ধরা পড়ে। তখন অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার শরীরে পেসমেকার বসানো হয়। এর আগে পানিশূন্যতার কারণে তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। তখন তার স্বাস্থ্য নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। এরপর গত জানুয়ারিতে একটি মেডিকেল রিপোর্টে বলা হয়, নেতানিয়াহু সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। তার পেসমেকার সঠিকভাবে কাজ করছে এবং তার হৃদপিণ্ডে আর কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে নিয়মিত তাকে হাসপাতালে যেতে হচ্ছে।

বছর শেষে বিদ্রোহীদের কাছে আরো কোণঠাসা মায়ানমারের সামরিক জান্তা

আপনজন ডেস্ক: ২০২১ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর সবচেয়ে কঠিন সময় পার করছে সেনাপ্রধান মিন অং হ্লাইং নেতৃত্বাধীন মায়ানমারের সামরিক জান্তা। সশস্ত্র জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর কাছে নতুন নতুন ভূখণ্ড হারিয়ে কোণঠাসা অবস্থায় রয়েছে তার সরকার। মায়ানমারের সামরিক জান্তা ২০২৪ সালে দেশের একের পর এক ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। গত ৮ ডিসেম্বর রাখাইন রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী শহর মংডুর নিয়ন্ত্রণ হারায় জান্তা বাহিনী। এর মধ্য দিয়ে মায়ানমার-বাংলাদেশ ২৭০ কিলোমিটার সীমান্তের পুরোটারই নিয়ন্ত্রণে নেয় বিদ্রোহীরা।
এরপর ২০ ডিসেম্বর রাখাইন রাজ্যের আঞ্চলিক সেনা সদর দফতরের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার দাবি করে রাজ্যটির সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি (এএ)। এর মধ্য দিয়ে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে লড়াইয়ে দেশের দ্বিতীয় কোনো আঞ্চলিক সামরিক কমান্ডের নিয়ন্ত্রণ হারায় ক্ষমতাসীন জান্তা। মায়ানমারের সামরিক বাহিনীর আঞ্চলিক কমান্ড রয়েছে ১৪টি। এসব কমান্ডের অধীনে নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে সামরিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এর আগে গত আগস্টে চীন সীমান্তবর্তী শান রাজ্যের রাজধানী লাশিওতে অবস্থিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ডের নিয়ন্ত্রণ নেয় সেই রাজ্যের বিদ্রোহীরা। এটি ছিল বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে যাওয়া প্রথম কোনো আঞ্চলিক সেনা কমান্ড।
মায়ানমারে জান্তা-বিদ্রোহী লড়াইয়ের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র চিন রাজ্য। রাজ্যটির সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী চিন ব্রাদারহুড গত ২১ ডিসেম্বর দাবি করে, চিন রাজ্য সামরিক জান্তার হাত থেকে 'মুক্ত' করেছে তারা। তাদের দাবি, চিন রাজ্যের ৮০ শতাংশ ভূখণ্ড এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
২০২৩ সালের অক্টোবরে জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো জোটবদ্ধভাবে জান্তাবিরোধী অভিযান জোরদারের পর থেকে এভাবেই একের পর এক অঞ্চল, সামরিক ঘাঁটি, সামরিক কমান্ড ও ছোট-মাঝারি অধিকাংশ শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে বিদ্রোহীরা। সীমান্ত এলাকাগুলোর অধিকাংশই এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে। জান্তা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে শুধু রাজধানী নেপিডোসহ বড় শহরগুলো। সেনাবাহিনী সু চির সরকারকে উৎখাতের পর ওই সরকারে থাকা দল ও ব্যক্তিরা মিলে গঠন করে জাতীয় ঐক্য সরকার (এনইউজি)। দেশের বাইরে থেকে এই সরকার জান্তাবিরোধী তৎপরতায় নেতৃত্ব দিচ্ছে। বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর পাশাপাশি এনইউজি গঠন করেছে পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেস (পিডিএফ) নামের সশস্ত্র একটি বাহিনী। গণতন্ত্রপন্থী তরুণদের নিয়ে এই বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। বিদ্রোহীদের সঙ্গে এই তরুণেরা যোগ দেওয়ায় গতি পেয়েছে জান্তাবিরোধী লড়াই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মায়ানমারের একজন সামরিক বিশ্লেষক সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলেকে বলেন, 'এই গৃহযুদ্ধ চলবে এবং সহসাই যুদ্ধ থামার কোনো সম্ভাবনা নেই।' তবে তিনি মনে করেন, জান্তারা এখনই পরাজিত হবে না। মায়ানমারের মানুষের গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের পক্ষে কাজ করে স্পেশাল কাউন্সিল ফর মায়ানমার নামে বিশেষজ্ঞদের একটি সংগঠন। এর একজন প্রতিষ্ঠাতা ক্রিস সিদোতি মার্কিন সংবাদমাধ্যম টাইমকে বলেন, 'এই যুদ্ধের শেষে কী হবে, সেটা খুব স্পষ্ট। শুধু একটা বিষয় স্পষ্ট নয়, আর সেটা হলো কীভাবে আর কবে এই যুদ্ধ শেষ হবে। আজ হোক বা কাল, সামরিক বাহিনীর পতন হবেই।' অং সান সু চির সরকারকে উৎখাতের পর থেকে মায়ানমারে চলছে অস্থিরতা।
সেনা অভ্যুত্থানের প্রতিবাদে দেশজুড়ে শুরু হয় বিক্ষোভ। গণবিক্ষোভে হাজার হাজার মানুষ নিহত হলে তা রূপ নেয় সশস্ত্র লড়াইয়ে। এরপর সশস্ত্র এই লড়াইয়ে বিভিন্ন রাজ্যের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো যোগ দেয়।
গত বছরের ২৭ অক্টোবর তিনটি বড় জাতিগত সশস্ত্র বিদ্রোহীগোষ্ঠী জোটবদ্ধভাবে জান্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে বড় পরিসরে হামলা শুরু করে, যা 'অপারেশন ১০২৭' নামে বেশি পরিচিত।
থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স নামের এই জোটে রয়েছে আরাকান আর্মি, কোকাং অঞ্চলের মায়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ) ও শান রাজ্যের তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ)। মূলত এ জোটের হামলাই সবচেয়ে কোণঠাসা করেছে জান্তাকে।

ইংরেজি নববর্ষকে বরণ করছে বিশ্ব

আপনজন ডেস্ক: দেশে কড়া নাড়ছে ইংরেজি নববর্ষ। এরই মধ্যে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে ২০২৪ সালের বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে; শুরু হয়ে গেছে ২০২৫ সাল। দেশগুলোতে চলছে নববর্ষের নানা আয়োজন। নিজস্ব ভঙ্গিমায় বরণ করছে ইংরেজি নতুন বছরকে।
বিশ্বের প্রথম দেশ নতুন বছরে পা দিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ কিরিবাতি। ওশেনিয়া মহাদেশের দ্বীপ রাষ্ট্রটি লন্ডন সময় ১০টায় (বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টা) ২০২৫ সালকে স্বাগত জানিয়েছে। যুক্তরাজ্য থেকে ১৪ ঘণ্টা এগিয়ে দেশটির সময়। টাইম জোন বা সময় অঞ্চলের তারতম্যের কারণে পৃথিবীর কিছু দেশ কয়েক ঘণ্টা আগে, কোনো কোনোটি আবার কয়েক ঘণ্টা এমনকি এক দিন পরও নববর্ষ উদযাপনের সুযোগ পায়। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কিরিবাতির পরই নতুন বছরে পদার্পণ করে নিউজিল্যান্ড। দেশটির অকল্যান্ড শহরে প্রথম শুরু হয় নববর্ষ উদযাপন।
বিশ্বের প্রধান শহরগুলোর মধ্যে অকল্যান্ডই প্রথম ২০২৫ সালকে উদ্‌যাপন করেছে। বিগত বছরগুলোর মতো এবারও অকল্যান্ডের স্কাই টাওয়ার থেকে রঙিন আতশবাজি শুরু হয়। এই আয়োজন উপভোগ করতে একত্রিত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। প্রতিবছরই নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে নববর্ষ উদ্‌যাপন শুরু হওয়ার অন্তত ১৮ ঘণ্টা আগেই অকল্যান্ডের উদযাপন শুরু হয়। এদিকে অকল্যান্ডের পর অস্ট্রেলিয়ার সিডনি হারবারেও নববর্ষ উদযাপন শুরু হয়ে গেছে। এবার সিডনি হারবারে ১০ লাখেরও বেশি মানুষের জমায়েত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
বিবিসি জানাচ্ছে, লন্ডন সময় ১টার দিকে সিডনিতে নতুন বছর শুরু হয়ে গেছে। নববর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে আলোকসজ্জাসহ নানাভাবে উল্লাস করছেন সেখানকার বাসিন্দারা।
সিডনি হারবারে জড়ো হয় হাজার হাজার মানুষ। নতুন বছর শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে বাদ্য। শুরু হয় আলোকবাতির ঝলকানি। এ ছাড়া যুক্তরাজ্য, চীন, জাপান, স্পেনসহ বহু দেশ নববর্ষ বরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। অন্যদিকে, বিমান দুর্ঘটনার কারণে দক্ষিণ কোরিয়ায় নীরবেই আসতে যাচ্ছে নতুন বছর।

মার্কিন অর্থ দফতরে চিনা হ্যাকারদের হানা, নথি চুরি

আপনজন ডেস্ক: চীন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ দফতরের সিস্টেম হ্যাক করেছে বলে দাবি করেছে দেশটির অর্থ দফতরের কর্মকর্তার।
কর্মচারীদের ওয়ার্কস্টেশন এবং কিছু নথিও অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হয়েছে চীনা হ্যাকার। মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি। প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি মাসের শুরুর দিকে এই ঘটনাটি ঘটেছে বলে দাবি করেছে কর্মকর্তার। চীনা স্পন্সরড হ্যাকার কীভাবে এতো সুরক্ষিত দফতরের নথি হ্যাক করেছে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে চুলছেঁড়া বিশ্লেষণ। হ্যাক কাণ্ডের পর অর্থ দফতরের পক্ষ থেকে মার্কিন আইন প্রণেতাদের এরইমধ্যে একটি লিখিত চিঠি দেয়া হয়েছে। অর্থ দফতর এই হ্যাকের ঘটনাটিকে 'গুরুতর সিকিউরিটি ব্রিচ' বলে আখ্যা দিয়েছে। এই ঘটনাটি তদন্তের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)-কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আইনপ্রণেতাদের কাছে পাঠানো অর্থ দফতরের একটি চিঠি থেকে জানা যায়, বিয়ন্ড ট্রাস্ট নামে একটি তৃতীয় পক্ষের সাইবার সিকিউরিটি সেবাদানকারী সংস্থার মাধ্যমে এই হামলা চালানো হয়েছে। বিয়ন্ড ট্রাস্টের ব্যবহৃত একটি 'সিস্টেম কি অ্যাকসেস' হ্যাক করে তাদের সিস্টেমে অনুপ্রবেশ করে সাইবার অপরাধীরা। এরপর সিস্টেমের মূল কার্যক্রমগুলো পাল্টে অর্থ দফতরের কয়েকজন কর্মকর্তার তথ্যের এক্সেস নেয় তারা। অর্থ দফতরের মুখপাত্র বলেন, বিয়ন্ড ট্রাস্ট সিস্টেমের ওই অংশটির কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে। অর্থ সিস্টেম বা তথ্যের এক্সেস এখনো হ্যাকারদের হাতে আছে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই সাইবার হামলা এমন সময় ঘটেছে যখন বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, চীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় হ্যাকাররা এই মাসের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম তিনটি টেলিযোগাযোগ কোম্পানির সিস্টেমে অনুপ্রবেশ করেছে। 'সল্ট টাইফুন' নামে পরিচিত এই হামলায় সাইবার অপরাধীরা আইনপ্রণেতাদের ফোন কল ও টেক্সট বার্তায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল।
বিয়ন্ড ট্রাস্টের সতর্কবার্তা পাওয়ার পর সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি এজেন্সি (সিআইএসএ), ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) এবং তৃতীয় পক্ষের ফরেনসিক তদন্তকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অর্থ দফতর। ঘটনার আরও বিস্তারিত তথ্য ৩০ দিনের একটি সম্পূরক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন তারা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন দেশটির আদালত।
মঙ্গলবার এ আদেশ জারি করা হয়। চলতি মাসের শুরুতে আকস্মিকভাবে সামরিক আইন জারির ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি। সেই কারণেই গত ৩ ডিসেম্বর তাকে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে অভিশংসিত ও পরে বরখাস্ত করা হয়। এবার তাকে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হল।
মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ার একটি আদালত মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা অনুমোদন করেছে বলে দেশটির তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
দক্ষিণ কোরিয়ার উচ্চ-পদস্ত কর্মকর্তাদের দুর্নীতি তদন্ত কর্মকর্তা (সিআইও) জানান, সিউলের পশ্চিম জেলা আদালত সাবেক প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন।
আদালতের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তিনি মন্তব্য করতে রাজি হননি।
এদিকে আদালত জানিয়েছেন, অধিকতর তদন্তের স্বার্থে তাকে গ্রেফতারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, স্থানীয় গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, দক্ষিণ কোরিয়ায় বর্তমান কোনো প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এটিই প্রথম গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হলো।
দেশটির বার্তাসংস্থা ইয়োনহাপ সিআইওকে উদ্ধৃত করে বলেছে, বর্তমান এই গ্রেফতারি পরোয়ানা ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এবং এটি প্রয়োগ করা হলে ইউনকে সিউল ডিটেনশন সেন্টারে আটক রাখা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউন সুক ইওলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা কীভাবে কার্যকর হবে, তা স্পষ্ট নয়। তবে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা সেবা আজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে গ্রেফতার পরোয়ানা বাস্তবায়ন করা হবে।
অবশ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা মঞ্জুর করার বিষয়ে আদালতের যুক্তি সম্পর্কে সিআইও কোনো মন্তব্য করেননি। আদালতও এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৮মি.

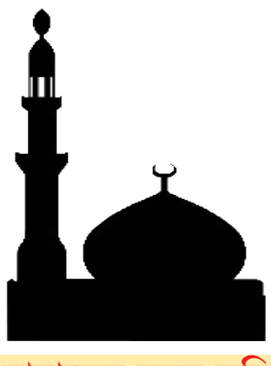

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫১	৬.১৭
যোহর	১১.৪৫	
আসর	৩.২৭	
মাগরিব	৫.০৮	
এশা	৬.২৩	
তাহাজ্জুদ	১১.০০	

ইংলিশ চ্যানেলে নৌকাডুবিতে নিহত ৩

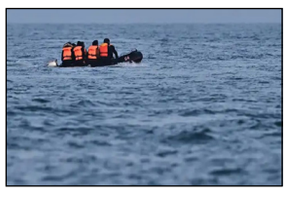

আপনজন ডেস্ক: ইংলিশ চ্যানেলের উত্তর ফ্রান্সের নিকটবর্তী অঞ্চলে রোববার নৌকাডুবির ঘটনায় অন্তত ৩ অভিবাসী নিহত হয়েছেন। নৌকাযোগে ফ্রান্স থেকে যুক্তরাজ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলেন তারা। রোববার সকালের নৌকাডুবির পর এ পর্যন্ত ৪৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। ফ্রান্স মেরিটাইম প্রোফেকচুর কর্তৃপক্ষ জানায়, রোববার সকালে ইংলিশ চ্যানেলের ফ্রান্সের সানগাত্তে এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ওই সময় অভিবাসনপ্রত্যাশীরা নৌকায় করে চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলেন।

কার্টার ছিলেন 'বৈশ্বিক শান্তিপ্রণেতা' : ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস সোমবার বলেছেন, প্রয়াত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ছিলেন একজন 'অসাধারণ রাষ্ট্রনায়ক ও বিশ্ব শান্তির কারিগর', যিনি মধ্যপ্রাচ্যে একটি সমাধান অর্জনে কাজ করেছিলেন।
ফিলিস্তিনির সরকারি বার্তা সংস্থা ওয়াফার বরাত দিয়ে রামাল্লা থেকে এএফপি এ খবর জানায়।
আব্বাসকে উদ্ধৃত করে সরকারি ফিলিস্তিনি বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানায়, 'আমরা একজন অসাধারণ রাষ্ট্রনায়ক ও বিশ্ব শান্তির কারিগরের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত।
তিনি প্রথম আমেরিকান প্রেসিডেন্ট যিনি ফিলিস্তিনি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানকারী হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে একটি ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী সমাধানের পক্ষ সমর্থনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।'

আরাকান আর্মির ফাঁড়িতে এআরএসএর হামলা, নিহত ২২

আপনজন ডেস্ক: আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (এআরএসএ) এর সদস্যরা মায়ানমারের আরাকান রাজ্যের উত্তর মংডু টাউনশিপে রাখাইন সন্ত্রাসী সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) একটি চৌকিতে হামলা চালিয়েছে। এতে আরাকান আর্মির ২২ সদস্য নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো ২৩ সদস্য। আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
জানা গেছে, গত ৩০ ডিসেম্বর রাত ১টায়, উত্তর মংডুর ইয়েট নিও তাং এ অবস্থিত রাখাইন সন্ত্রাসী সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মি এর একটি ফাঁড়িতে এ হামলা চালানো হয়। রাত ১টা থেকে শুরু করে রাত আড়াইটা পর্যন্ত সেখানে দুই পক্ষের মধ্যে হামলা-পাল্টা হামলা চলে।
আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (এআরএসএ) আরাকান রাজ্যের সমস্ত জাতিগোষ্ঠীকে অনুরোধ করছে আরকান আর্মিদের কোনো সহযোগিতা না করার জন্য।
তারা বারবার স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বলছে, 'রাখাইন সন্ত্রাসী সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মি (এএ) এর দলে যোগ দেবেন না এবং কোনো মূল্যে তাদের সমর্থন করবেন না।'

প্রথম নজর

বর্ধমান টাউনহল প্রাঙ্গণে খাদি মেলার সূচনায় মন্ত্রী, ডিএম

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ছোট মাঝারি বস্ত্র বিভাগের উদ্যোগে এবং খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের ব্যবস্থাপনায় বর্ধমানের টাউনহল প্রাঙ্গণে খাদি মেলার সূচনা হল। মঙ্গলবার বিকেল চারটেয় শুরু হওয়া এই মেলা দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বিধায়ক খোকন দাস, পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানী, পুলিশ সুপার শায়ক দাস, এবং বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার।

মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ মেলার সূচনার আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি জানান, মেলায় পূর্ব বর্ধমানসহ রাজ্যের দশটি জেলা থেকে আসা ১০০টি স্টল স্থান পেয়েছে। খাদির উৎপাদকদের পণ্য বিপণনের জন্য এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত বছরের খাদি মেলায় প্রায় ৯২ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়েছিল, যা এ বছর অতিক্রম করবে বলে তিনি আশাবাদী।

গণিতজ্ঞ জহিরউদ্দিনকে সংবর্ধনা দিল ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: বিখ্যাত গণিত বিশারদ শ্রীনিবাস রামানুজন এর জন্ম দিনটি ভারতের জাতীয় গণিত দিবস হিসাবে পালিত হয়। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং ২০১২ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিভাবান গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজন এর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এটি ঘোষণা করেছিলেন। (শ্রীনিবাস রামানুজন এর জন্ম ২২ ডিসেম্বর ১৮৮৭, মৃত্যু ২৬ এপ্রিল ১৯২০) মাত্র ৩২ বয়সে এই প্রতিভাবান গণিতজ্ঞ পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং এর ঘোষণার পর থেকেই প্রতি বছর ২২ ডিসেম্বর ভারতের জাতীয় গণিত দিবসটি পালিত হয় বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অসংখ্য শিক্ষা মূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সেই গণিত দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া থানার শালিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষে গণিত শিক্ষার বিশেষ অবদানের জন্য প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হল ওই স্কুলেরই সহকারী শিক্ষক গণিতজ্ঞ ড. মহঃ জহিরউদ্দিনকে। নিজের গড়া 'স্বপ্ন পূরণ' সংস্থার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদেরকে গণিত সহ বিভিন্ন বিষয়ে উপযোগী করে তুলতে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন জহিরউদ্দিন, এছাড়াও মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়ে মানবিকতার পথেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, তাই তাকে এই সংবর্ধনা দেওয়ার উদ্যোগ বলে শালিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অভিভাবক, অভিভাবিকা গণ ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছেন। এদিনের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শালিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্য হাফেজ আজিজ, শিক্ষক বাবলু মোল্লা, টি এন আর কিডজি অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষিকা নাসরিন ফিরদাউসী, ধনপোতা বাজার সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক মারুফ বিল্লাহ, আইনজীবী বেল্লাল, প্রাক্তন ছাত্র শাহমিরাজ মিন্টু, তরিকুল ইসলাম, রাজু গাজী সহ প্রমুখ।

ভাঙড়ের শিশু স্কুলে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের চালতাবেড়িয়া "আল আমান চিলড্রেন একাডেমি"-র বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল চালতাবেড়িয়া ফুটবল মাঠে। ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ সোমবার দুপুর ২ টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়ে শেষ হয় রাত্রি ৯ টায়। পবিত্র আল কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কবিতা, কথপোকথন, বক্তব্য, প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণ করেন।অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ভাঙড় ট্রাফিক গার্ডের ওসি মিদ্দা ইমাম উদ্দিন, সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সহসভাপতি বাবর হোসেন, শিক্ষক আবেদিন হক, সমাজকর্মী আরিফ মহম্মদ মালি, সমাজকর্মী তাহিরুল ইসলাম, প্রতিবেদক প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন "আল আমান চিলড্রেন একাডেমি"-র পরিচালক ওহিদুল ইসলাম ও প্রধান শিক্ষক সামিউল্লাহ খান। বার্ষিক অনুষ্ঠান ছাড়াও এদিন মঞ্চ থেকে বার্ষিক পরীক্ষার সনদপত্র বিতরণ করা হয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে। নার্সারী থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার সুযোগ রয়েছে এখানে। এদিন "আল আমান চিলড্রেন একাডেমি"-র পরিচালক হাফেজ মাওলানা মুফতি ওহিদুল ইসলাম বলেন, এটি একটি মডেল ইসলামিক কে জি স্কুল। এখানে মাতৃ স্নেহে সম্পূর্ণ ইসলামি ভাবধারায় শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

জলঙ্গিতে বাম আমলে রাস্তায় লাল মাটি পড়লেও আজও হয়নি ঢালাই বা পিচ

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: তৎকালীন বাম আমলের জ্যোতি বসু সরকার তখন ক্ষমতায় বসেছে ঠিক সেই বছরেই ওই গ্রামের রাস্তায় লাল মাটি পড়েছিল তার পর সরকার বদলিয়েছে রাজনীতিক দল পাল্টিয়েছে কিন্তু পাল্টায় নি গ্রামের রাস্তার চেহারা, কবে হবে রাস্তা ,সেই প্রশ্নই যেনো গোটা গ্রাম জুড়ে কানে বাজে।আদতে কি হবে পিচ বা ঢালাই রাস্তা সেই দিকেই তাকিয়ে এখন গোটা একটা গ্রাম।তখন যে রাস্তার কথা বললাম সেটি হলো মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী ব্লকের ফরিদপুর অঞ্চলের পাকুড় দেয়ার জলটাঙ্কি এলাকা। এলাকার রহিম সেখ নামের এক ব্যক্তি বলেন আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন গ্রামে মানুষের বসবাস শুরু হয় কিন্তু তার পর আজও গ্রামের উপর নজর পড়েনি নেতা থেকে আমলা কারো। গ্রামের এক মহিলা আদরা বিবি বলেন আমার যখন বিয়ে হয় তখনও এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা দুষ্কর ছিল এখনও তাই রয়েছে। গ্রামের গর্ভবতী মহিলাদের নিয়ে বেশি সমস্যা হয়,কোনো ইমার্জেন্সী হলে অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত আসে না গ্রামে রাস্তার বেহাল দশার কারণে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ওই মহিলা। রাস্তার বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা সোনিয়া খাতুন কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন আগের নির্বাচনে তৃণমূলের মেম্বার ছিল তারা রাস্তার কাজ করেনি আমরা নতুন বোর্ড গঠন করে গ্রাম সভার মাধ্যমে রাস্তার বিষয়টা তুলে ধরেছি আশাকরি খুব তাড়াতাড়ি রাস্তার সমস্যা মিটে যাবে।যদিও স্থানীয় প্রধান সাকিলা বেগম জানান রাস্তাটা খুবই খারাপ আমাদের নজরে আছে বিষয়টা আমরা ব্লকে জানিয়েছি কারণ পঞ্চায়েত বড় রাস্তা করতে পরে না তাই পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের উদ্যোগে রাস্তার কাজ করা সম্ভব।তিনি আরো বলেন ওই রাস্তাটা পিএইচকে দিয়ে করানোর চেষ্টা চলছে। জেলা পরিষদের সদস্য ইমরান হোসেন বলেন শুধু পাকুড় দেয়ার নয় আমার সংসদের তিন অঞ্চলের একাধিক রাস্তার বেহাল অবস্থা সেই বিষয়ে আমি জেলা পরিষদের মিটিংয়ে আলোচনা করে প্রস্তাব রেখেছি কিন্তু শাসক দল আমরা সিপিআইএম দলের প্রতীকে জয়ী হওয়ার করে গুরুত্ব দেওয়া হয় না আমাদের।

যদিও রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে জলঙ্গী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান যে রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন কোথাও বাদ থাকবে না ,সব জাগায় তো একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয় তাই আসতে আসতে সব কাজ হয়ে যাবে।আর স্বজন পোষণের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান আমদের নেত্রী কোনো দল বা রং দেখে উন্নয়ন করে না। যদি তাই হতো তাহলে রাজ্য সরকারে একাধিক প্রকল্প বেছে বেছে দিত কিন্তু আমাদের সরকার তা না করে সাধারণ মানুষে উন্নয়ন করে চলেছেন,আমরাও নেত্রীর উন্নয়ন মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে বর্ধপরিকর।

এখন দেখার যে আদতে কি রাস্তা হয়।

হাতির হামলায় মৃতের পরিবারকে সাহায্য করতে বাড়িতে হাজির বিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কেশপুর

আপনজন: মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে বেরোনোর মুখে অতর্কিত হাতির হামলায় মৃত্যু হয়েছে কেশপুরের সলিডিহা গ্রামের ৬৫ বছরের প্রৌঢ় নিমাই ভুঁইয়ার। ওই গ্রামে আহত হয়েছেন আরো এক মহিলা। তিনি মেদিনীপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার দুপুরের পর প্রশাসনিক সহযোগিতা নিয়ে বাইকে করেই মৃতের পরিবারের কাছে ছুটে গেলেন কেশপুরের বিডিও কৌশিশ রায়। পরিবারের সঙ্গে কথা বলে বিভিন্ন রকম সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে। কেশপুরের বিডিও জানিয়েছেন, পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো কিট, কিছুটা আর্থিক সাহায্য, ও আরো অন্যান্য সামগ্রী প্রাথমিকভাবে পরিবারকে দেওয়া হয়েছে। এরপর বনদপ্তরের পক্ষ থেকে নিয়ম অনুসারে যা আর্থিক সহযোগিতা বা সুযোগ রয়েছে সেগুলো দেওয়া হবে। আমরা এই পরিবারের পাশে সব সময় থাকছি। জেলাশাসক সমস্ত রকম সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছেন পরিবারকে।

এই ঘটনার পর বনদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত কাজকর্ম শুরু হয়েছে। জেলার বন বিভাগের আধিকারিক এর কাছে মৃতের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের চেক এর জন্য জানিয়ে দিয়েছেন স্থানীয় বনদপ্তর এর আধিকারিকরা। নিয়ম অনুসারে মৃতের পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। বুধবারের মধ্যে সেই বনদপ্তরের দেওয়া আর্থিক সাহায্য ও সরকারি নিয়ম অনুসারে সুবিধা তুলে দেওয়া হবে বলে বনদপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। কেশপুরের বিডিও জানিয়েছেন, ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক। এই ধরনের ঘটনা পরবর্তীকালে যাতে আর না ঘটে সেজন্য যা যা পদক্ষেপ নেওয়ার তা শুরু হয়েছে। প্রশাসনিকভাবে নেওয়ার সাথে সাথে বনদপ্তরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে হাতিকে পুরোপুরি এই এলাকা থেকে সরানোর জন্য। আহতদেরও নিয়ম অনুসারে সহযোগিতা দেওয়া হবে।

ডিজিটাল যুগে আজ ব্রাত্য গ্রিটিংস কার্ড

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: আজ ইংরেজি নববর্ষ। তবে ডিজিটাল যুগে আজ ব্রাত্য পুরনো সেই আবেগ গ্রিটিংস কার্ড। একসময় ছোট থেকে বড় সকলেই এই কার্ড কিনতে অধীর অপেক্ষায় থাকতো। আজ পসড়া থাকলেও নেই ক্রেতার ভিড়। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আজ মুখ ফিরিয়েছে, তারা জানাচ্ছেন বর্তমান প্রজন্মে মোবাইল এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে চলে বর্ষবরণের আন্তরিক শুভেচ্ছা পাঠানো। সেক্ষেত্রে পসরা থাকলেও দোকানে নেই গ্রিটিংস কার্ড কেনার মানুষদের উৎসাহ। দোকানদাররা জানাচ্ছেন, আগে দিনরাত এক হয়ে যেত গ্রিটিংস কার্ড লিখতে বা ডিজাইন করতে। বর্তমানে ডিজিটাল যুগ আসার পরেই এখন গ্রিটিংস কার্ডের চাহিদা একদমই নেই। তবে তারা আশাবাদী আগামী দিনে অর্থাৎ দু একদিন পর থেকে বিক্রি বাড়তে পারে। তার কারণ, বিদ্যালয়ের সন্নিকটে দোকানগুলি সাজানো হয়েছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের নববর্ষের শুভেচ্ছা বন্ধুদের জানাতে কিনবে এই গ্রিটিংস কার্ড। সম্প্রীতিকালে ছিলনা স্মার্টফোনের বাড়বাড়ন্ত, প্রত্যেক বছর ইংরেজির নববর্ষের কথা মাথায় রেখে গ্রিটিং কার্ড কেনার হিরিক থাকতো ৮ থেকে ৮০ সকলের মধ্যে, কিন্তু এখন সেসব কোথায়। সময়ের সাথে সাথে রুচি পরিবর্তন হয়েছে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে।

ডালখোলায় নয়া নার্সিংহোম

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা ভূসামনি আফতাব কলোনিতে আল যিফা সেডিকেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে আফতাব নার্সিং হোমের সূচনা হল। সোমবার এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই নার্সিং হোমটির শু উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রাব্বানী। তার সঙ্গে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডালখোলা পৌরসভার চেয়ারম্যান, প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রমুখ।

রক্তদানের মধ্য দিয়ে মাদ্রাসার সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● লালগোলা

আপনজন: স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও শীত বস্ত্র বিতরনের মধ্য দিয়ে লালগোলা হরিপুর ইসলামিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন হল। মঙ্গলবার হরিপুর ইসলামিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসায় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয় ৫০বর্ষপূর্তি উদযাপন। এদিন মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা কেরাত পরিবেশন, গজল পরিবেশন, কবিতা আবৃত্তি সহ নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনে মাতেন, সেই সঙ্গে প্রায় শতাধিক ছার-ছাত্রীরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে এবং প্রায় ৫০০ জন দুঃস্থ মানুষদের হাতে শীত বস্ত্র তুলেদেন।

উপস্থিত ছিলেন হরিপুর ইসলামিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসার সুপার আজিজুর রহমান, লস্করপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম, পাইকপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আব্দুস সামাদ মন্ডল সহ স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক ও এলাকার বিশিষ্টব্যাক্তি বর্গ। হরিপুর ইসলামিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মোঃ আব্দুল হালিম জানান আমাদের মাদ্রাসার ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপনে বর্তমান এবং প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীরা যে ভাবে উৎসাহের সঙ্গে রক্তদান শিবির সফল করেছে তা আমাকে আপ্লুত করেছে।

ছবি: রহমতুল্লাহ

মায়েদের সম্মান নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশনে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: শৈশব থেকেই মায়েদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং তৎপরতায় শিশুরা অর্জন করে সু-শিক্ষা, দক্ষতা।

বিদ্যালয়ে ছাত্রদের পাঠানোর ক্ষেত্রেও যার ভূমিকা সবচাইতে বেশি, তিনি মা। তাই বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল পত্র প্রদানের পাশাপাশি মেধাতালিকায় থাকা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং বিদ্যালয়ে উপস্থিতির দিক থেকেও প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারী ছাত্রদের মায়েদের সম্মাননা দেওয়া হল বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। রাজ্যে ৩৯ টি সরকারি বিদ্যালয় রয়েছে, যেগুলো পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরাসরি পরিচালনা করে। তার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার একমাত্র সরকারি বিদ্যালয় নবাব বাহাদুর'স ইনস্টিটিউশন। সেই বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল পত্র বিতরণ কর্মসূচি ছিল সোমবার। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাসুদ আলম বলেন, 'ছাত্রদের হাতে ফলাফল পত্র তুলে দেওয়া হল। পাশাপাশি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা ছাত্রদের হাত দিয়ে তাদের মায়েদের সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। মায়েদের হাত দিয়ে বিদ্যালয় থেকে উপহার হিসেবে ছাত্রদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বই।' তিনি আরও বলেন, 'যে সকল মায়েরা তাদের বাচ্চাকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠান, যার কারণে সেসব বাচ্চাদের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়, আগ্রহ বাড়ে। তাই বিদ্যালয়ে আসতে তারা আরও উৎসাহিত হয়। সেই কারণে মায়েদের সম্মাননা প্রদান করা হল আজ।' বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রর মা টুম্পা বিশ্বাস, রূপালী ঘোষ বলেন, 'বিদ্যালয় থেকে আমাদের সংবর্ধনা দেওয়া হল ঠিকই, কিন্তু এর আসল প্রাপক স্কুলের শিক্ষকরা। তাদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি বাচ্চাদের স্কুলে যেতে বাধ্য করে।'

পতঙ্গভুক উদ্ভিদের দেখা মিলল পুরুলিয়ায়

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: ছোটবেলায় সাধারণ জ্ঞানের বইতে পড়া হয়েছিল পতঙ্গভুক্ত গাছের কথা। বইয়ের পাতায় দেখা সেই ছবিই এবার উঠে এল বাস্তবে। পুরুলিয়ার পুয়াড়া গ্রামের অদূরে দেখা মিলল পতঙ্গভুক্ত উদ্ভিদ, যার বাংলা নাম সূর্যশিশির । ছোট ছোট কীটপতঙ্গই এর বেঁচে থাকার রসদ বলে জানা গেছে।

তবে সূর্যশিশির নিজেও আজ বিপন্ন। একে বাঁচাতে তাই নতুন করে গবেষণার পথে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের একাংশ।

অনেকের মতে এই উদ্ভিদ পৃথিবীর আর পাঁচটা ফুলের মতো সুন্দর ভাবলে মহাভুল হবে ।

মনোরঞ্জনের জন্য এই ফুলের জন্ম হয়নি বলে মত অনেকের ।

বাস্তুতন্ত্রের অমোঘ নিয়মে এ নিজেই জীবজগৎ - এর আরেকটি অংশ ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে। এই ফুলটি একেবারে ভিন্নতর। এটি মাংসাশী ফুল। অর্থাৎ কীট-পতঙ্গ খেয়ে বেঁচে থাকে। সাধারণত বর্ষার মরসুমে এদের খুঁজে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত কর্দমাক্ত জায়গায় বেশি জন্মায় সূর্যশিশির । ফুলটির চরিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক গবেষক জানিয়েছেন, ফুলের মাথায় তীব্র আঠা থাকে। কোনও কীটপতঙ্গ যখন তার রূপের আকর্ষণে ওই ফুলের উপর বসে, তখনই তীব্র আঠায় আটকা পড়ে যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে পতঙ্গভুক্ত এই উদ্ভিদটি নিয়ে মহা চিন্তায় গবেষক মহল। ড্রসেরা বা সূর্যশিশির বর্তমানে বিপন্ন। উপযুক্ত পরিবেশের অভাব, দেশের বনাঞ্চল সাফ করে নগরায়নের দৌড় – এসবের কারণেই তাদের অস্তিত্ব মারাত্মক বিপদের মুখে। এদের বিলুপ্তি থেকে বাঁচাতে নতুন করে গবেষণা শুরু হয়েছে বন্যপ্রাণ সংরক্ষক মহলে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দুর্গাপুর ব্যারেজ এলাকায় ভিড় পর্যটকদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বছরের শেষ দিনে বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া ব্লকের দুর্গাপুর ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায় পর্যটকদের ভিড়ে জমজমাট । দূর-দূরান্ত থেকে পর্যটকরা এসেছেন এবং বছরের শেষ দিনে আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার পরিজনদের সঙ্গে আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছেন । রাত পোহালেই নতুন বছর। নতুন বছরকে নতুনভাবে শুরু করতে চাইছেন সকল পর্যটকরা। পাশাপাশি বছরের শেষ দিনেও সকলে মিলে আনন্দ উচ্ছ্বাস করতেও কোথাও খামতি নেই পর্যটকদের মধ্যে।

পাশাপাশি পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মোতায়ন করা হয়েছে পুলিশ। তার সর্বক্ষণ নজর রাখবেন পরিস্থিতির উপর।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক গাড়ি চালকের

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার অন্তর্গত কুমরাই গ্রামে গাড়ি চালকের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল উত্তরবঙ্গের ইটাহার থানার এলাকায় চৌরাস্তা মোড়ে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক গাড়ি চালকের। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাত্রি ১ঃ৩০ নাগাদ। ইটাহার থানার এলাকায় চৌরাস্তা মোড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় সোমাবার রাত্রি ১টা ৩০মি ঃ ইটাহার থানার এলাকায় চৌরাস্তা মোড়ে দুটি লরি গাড়ি মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বলে জানা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে স্থানীয় থানার পুলিশ ও স্থানীয় চালক সিরাজুল শেখ উদ্ধার নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে এসে চিকিৎসার জন্য। কর্মরত চিকিৎসক মৃত্যু হয় বলে জানায়। ওই চালকের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার, বড়ঞা থানার কুমরাই গ্রামে বলে জানা গেছে ওই গাড়িচালকের নাম সিরাজুল শেখ। সিরাজুল শেখ এর মেয়ে বলেন থানা থেকে ফোন করে আমাদেরকে বলে গাড়ি এক্সিডেন্টে মারা গেছে ইটাহার থানায় পরিবারের লোককে আসতে বলা হয়। মৃতা সিরাজুল শেখের ভাই হাসান শেখ বলেন। আমার ভাই গাড়ির ড্রাইভারি করতো গাড়ি নিয়ে উত্তরবঙ্গ যা ছিলো সোমবার মধ্যরাতে এই ঘটনাটি ঘটে। কুমরাই গ্রামে পরিবারের লোকজন বলে শুক্রবার সিরাজুল সেখ বাড়ি থেকে উত্তরবঙ্গ উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কিন্তু সোমবার মাঝরাতে মৃত্যুর খবর আছে কুমরাই গ্রামে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবারের লোকজন। মঙ্গলবার সন্ধে ছটায় সিরাজুল শেখের মৃত্যু দেহ পৌঁছায় কুমরাই গ্রামে। গোটা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

শেখ সিরাজ ● হুগলি

আপনজন: ধনিয়াখালি লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে ৩১ শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার দুস্থ অসহায় মানুষদের ধনিয়াখালি লায়ন্স হসপিটলে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয় । অনুষ্ঠানের পূর্বে লায়ন্স ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজসেবী বিদ্যুৎ সাহার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। মোট ১৭০ জন গরিব মানুষকে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লায়ন্স ক্লাবের স্থানীয় প্রেসিডেন্ট শুভাশিষ মুখার্জী। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ডাক্তার অশেষ দাস, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও টেলিফিল্ম পরিচালক নৌশাদ মল্লিক, সাংবাদিক ও কবি শেখ সিরাজ, রামহরি চক্রবর্তী, সাগর দত্ত, প্রদ্যুৎ কুমার দে, লায়ন্স হসপিটালের ম্যানেজার সৌমেন সিংহরায় প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন জন চেয়ারপারসন লায়ন সোমনাথ চক্রবর্তী।

মধুর খোঁজে...

আপনজন: ইংরেজি নববর্ষের প্রাককালে ফুলে মধুর খোঁজে মৌমাছিরা। শীতের দুপুরে উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার গ্রামে তোলা মনিরুজ্জামানের ছবি।

২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কলকাতা বইমেলায় গৌরবময় উপস্থিতি

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ

*এবারের বইমেলার ম্যাসকট

আবারও

দেখা হবে..

২৮ শে জানুয়ারি - ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বই মেলা প্রাঙ্গণ, করুণাময়ী, সল্টলেক

নতুন বই প্রকাশ করতে ইচ্ছুকরা যোগাযোগ করতে পারেন

বিস্তারিত জানার জন্য পরবর্তী বিজ্ঞাপন লক্ষ্য রাখুন

আপনজন পাবলিকেশন
৬ নং কিড স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০১৬
ফোন- ৯৭৪৮৮৯২৯০২, ইমেল- aponzone@gmail.com

একের পর এক হারের রেকর্ড ভেঙে অবনমনের ‘শঙ্কা’ দেখছে ইউনাইটেড

আপনজন ডেস্ক: এমন দিনও তবে দেখতে হলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে! দলের কোচকেও এখন কথা বলতে হচ্ছে অবনমনের ‘শঙ্কা’ নিয়ে। শুনতে খানিকটা বিস্ময়কর, তবে ইউনাইটেডের জন্য এখন এটাই বাস্তবতা।
গতকাল রাতে নিউক্যাসলের কাছে ২-০ গোলে হারের পরই মূলত দলের অবনমন নিয়ে কথা বলেছেন কোচ রুবেন আমোরিম। ১৯ ম্যাচ শেষে ১৪ নম্বরে থাকা ইউনাইটেড অবনমন অঞ্চল থেকে মাত্র ৭ পয়েন্ট দূরে। পয়েন্ট হারানোর যে ধারা অব্যাহত আছে সেটি না থামলে খুব শিগগির হয়তো অবনমন অঞ্চলে প্রবেশ করবে ‘রেড ডেভিল’রা।
অবনমন নিয়ে ইউনাইটেড যখন আলোচনার কেন্দ্রে, তখন অনেকেই উল্টে দেখছে ইতিহাসের পাতা। জানতে চাচ্ছে, শেষ কবে অবনমিত হয়েছিল ইউনাইটেড? ইতিহাসে এখন পর্যন্ত ৫ বার অবনমনের শিকার হয়েছে ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাবটি। তবে ১৯৩৮ সালের পর এমন কিছু তারা দেখেছিল একবারই, ১৯৭৩-৭৪ মৌসুমে।
অবনমন এখনো খানিকটা দূরের ব্যাপার হলেও, এরই মধ্যে ইতিহাসের বিব্রতকর কিছু রেকর্ড ঠিকই ভেঙে দিয়েছে ইউনাইটেড। যেমন ডিসেম্বরে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ৬ ম্যাচে হেরেছে। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরের পর যা এক মাসে সর্বোচ্চ। সেবার ৭ ম্যাচ হেরেছিল ক্লাবটি। এ ছাড়া ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারির পর লিগে এই প্রথম ঘরের মাঠে টানা ৩ ম্যাচ হারল ইউনাইটেড।
৫১ বছর পর অবনমনের শঙ্কায় থাকা ইউনাইটেডকে ভয় দেখাচ্ছে আরও একটা পরিসংখ্যান।
প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে ১৪ নম্বর থেকে বছর শেষ করা চারটি দল শেষ পর্যন্ত অবনমিত হয়েছিল। ২০০৮-০৯ মৌসুমে নিউক্যাসল, ২০০৯-১০ মৌসুমে বার্নলি, নরউইচ ২০১৩-১৪ মৌসুমে এবং ২০২২-২৩ মৌসুমে লিডস ইউনাইটেড। ফলে আমোরিমের দুশ্চিন্তা মোটেই অমূলক নয়।
শুধু হারের দিক থেকে নয়, গোল খাওয়াতেও বিব্রতকর রেকর্ড সঙ্গী হয়েছে ইউনাইটেডের। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ইউনাইটেড ডিসেম্বর মাসে হজম করেছে ১৮ গোল। ১৯৬৪ সালের মার্চের পর প্রথম এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলো তারা। সেবারও ১৮ গোল হজম করেছিল দলটি।
গতকাল নিউক্যাসলের কাছে হারের পর অবনমন এড়াতে লড়াই করতে হবে কি না জানতে চাইলে আমোরিম বলেছেন, ‘আমার ধারণা এটা একটা সম্ভাবনা। আমাদের ভক্তদের কাছে স্পষ্ট থাকতে হবে।’
ইউনাইটেডের কোচ হিসেবে অবনমন নিয়ে আলোচনা বিব্রতকর কি না জানতে চাইলে তিনি বলেছেন,‘এখানে আমারও দায় আছে। দল উন্নতি করছে না।’
চেলসির বিপক্ষে অসাধারণ এক জয় পেয়েছে ইপসউইচ
চেলসির বিপক্ষে অসাধারণ এক জয় পেয়েছে ইপসউইচরয়টার্স ইউনাইটেডের বিব্রতকর হারের দিন একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে চেলসিও। স্টামফোর্ড ব্রিজের দলটি ২-০ গোলে হেরেছে ইপসউইচ টাউনের কাছে। কদিন আগে যে দলটিকে লিভারপুলের জন্য হুমকি ভাবা হচ্ছিল তারাই শেষ তিন ম্যাচে জয়ের মুখ দেখেনি, হেরেছে দুই ম্যাচে। এই হারের পর চেলসি এখন আছে চার নম্বরে।

আইপিএলে দল না পাওয়া আয়ুশ ভাঙলেন জয়সোয়ালের রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: আয়ুশ মাহাত্রে, ক্রিকেট বিশ্বে এখনো পরিচিত কোনো নাম নয়। বয়সও খুব একটা বেশি নয়–মাত্র ১৭ বছর ১৬৮ দিন।
তবে ভারতের ক্রিকেট মহলে এরই মধ্যে প্রতিশ্রুতিশীল ব্যাটসম্যান হিসেবে একটি পরিচিতি তাঁর তৈরি হয়েছে। আজ বড় একটি কীর্তি গড়ে খবরের শিরোনামও হয়েছেন আয়ুশ।
ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট বিজয় হাজারে ট্রফিতে নাগাল্যান্ডের বিপক্ষে মুম্বাইয়ের এই ব্যাটসম্যান খেলেছেন রেকর্ড গড়া এক ইনিংস। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে সবচেয়ে কম বয়সে ১৫০ রানের ইনিংস খেলার রেকর্ড এখন আয়ুশের। তিনি ভেঙে দিয়েছেন ভারত জাতীয় দলের ওপেনার যশস্বী জয়সোয়ালের রেকর্ড।
আয়ুশ আজ আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ১১৭ বলে ১৮১ রান করার পথে ১৫টি চার ও ১১টি ছক্কা মেরেছেন। ডানহাতি এ ওপেনারের আগে জয়সোয়ালের রেকর্ড টিকে ছিল পাঁচ বছর। ২০১৯ সালে মুম্বাইয়ের হয়ে ঝাড়খন্ডের বিপক্ষে জয়সোয়াল ২০৩ রানের ইনিংস খেলেছিলেন ১৭ বছর ২৯১ দিন বয়সে। সেই একই দলের হয়েই নতুন রেকর্ড গড়েছেন আয়ুশ।
অথচ এই আয়ুশই এবার ২০২৫ আইপিএলের নিলামে ডাক পাননি। এবারের আইপিএল নিলামে কম বয়সী ভারতীয়দের মধ্যে আয়ুশ ছিলেন দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ। সবচেয়ে কম বয়সী বৈভব সূর্যবংশী দল পেলেও আয়ুশ উপেক্ষিতই ছিলেন। তবে বিজয় হাজারে ট্রফিতে নিজের সামর্থ্যের জানান ভালোমতোই দিচ্ছেন এই ওপেনার।
নাগাল্যান্ডের বিপক্ষে বড় সেঞ্চুরির আগে ৭৮ রানের ইনিংস খেলেছিলেন কর্ণাটকের হয়ে। তার আগে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে দুটি ফিফটিসহ করেছিলেন ৪৪ গড়ে ১৭৬ রান।
এ ছাড়া এখন পর্যন্ত ৬টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে আয়ুশ ২টি সেঞ্চুরি ও ১টি ফিফটিও করেছেন।

১৪.৯২ গড়ে ৭১ উইকেট–বুমরার মতো এমনকিছু খুব কমই দেখেছে ক্রিকেট

আপনজন ডেস্ক: ১৩ টেস্টে ১৪.৯২ গড়ে ৭১ উইকেট! ২০২৪ সালটা এমন অবিশ্বাস্য পরিসংখ্যান নিয়েই শেষ করলেন যশপ্রীত বুমরা। ২০২৪ সালে তো বটেই, ২০১৬ সালের পর টেস্টে এক বছরে ভারতীয় পেসারের চেয়ে বেশি উইকেট পাননি অন্য কোনো বোলার। শুধু পেসারদের হিসাব করলে ২০০৮ সালের পর বুমরার ৭১-ই এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ। বুমরার আগে টেস্টে পেসারদের মধ্যে এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বশেষ ৭০-এর বেশি উইকেট পেয়েছিলেন ডেল স্টেইন। ২০০৮ সালে ১৩ টেস্টে ২০.০১ গড়ে ৭৪ উইকেট নিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকান ফাস্ট বোলার।
পেসার ও স্পিনার মিলিয়ে বুমরার আগে সর্বশেষ এক পঞ্জিকাবর্ষে ‘৭০’ ছুঁয়েছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ২০১৬ সালে ১২ টেস্টে ২৩.৯০ গড়ে ৭২ উইকেট পেয়েছিলেন ভারতীয় অফ স্পিনার।
১৪৭ বছরের টেস্ট ইতিহাসে কোনো বোলারের বছরে ৭০ বা এ বেশি উইকেট নেওয়ার ঘটনা ১৮টি। সর্বপ্রথম ১৯৬৪ সালে এই কীর্তি গড়েন অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি। ১৪ টেস্টে ২৪.৪৬ গড়ে ৭১ উইকেট নিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে মোট ৬০টি টেস্ট খেলা ম্যাকেঞ্জি।
এক পঞ্জিকাবর্ষে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ডটা শেন ওয়ার্নের। অস্ট্রেলিয়ার প্রয়াত লেগ স্পিন কিংবদন্তি ২০০৫ সালে ১৫ টেস্টে ২২.০২ গড়ে নেন ৯৬ উইকেট। ওয়ার্ন ভাঙেন ১৯৮১ সালে ডেনিস লিলির ৮৫ উইকেটের রেকর্ড (১৩ টেস্ট, ২০.৯৫ গড়)।
ওয়ার্নের রেকর্ডটি পরের বছরই হুমকির মুখে ফেলেছিলেন মুত্তিয়া মুরালিধরন। শ্রীলঙ্কান অফ স্পিনার ২০০৬ সালে ১১ টেস্টেই ১৬.৯০ গড়ে নেন ৯০ উইকেট। টেস্টে টেস্ট ক্রিকেটে শীর্ষ দুই উইকেটশিকারি ছাড়া আর কেউ এক বছরে ৯০ উইকেট পাননি।
শেন ওয়ার্ন মোট ৪ বার এক বছরে ৭০টির বেশি উইকেট পেয়েছেন। মুরালি যা পেয়েছেন তিনবার। এ ছাড়া ভারতের কপিল দেবই শুধু এক বছরে দুবার ৭০টির বেশি উইকেট পেয়েছেন।
এক পঞ্জিকাবর্ষে মোট উইকেটশিকারে ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে যৌথভাবে ১৫তম স্থানে আছেন বুমরা। তবে ভারতীয় ফাস্ট বোলার এ বছর কী করেছেন সেটি শুধু উইকেটের সংখ্যায় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ২০২৪ সালে বুমরার বোলিং ১৪.৯২। টেস্ট ইতিহাসে বুমরার আগে ১৫ এর কম গড়ে এক বছরে কমপক্ষে ৫০ উইকেট নিতে পেরেছেন মাত্র দুজন বোলার। দুজনের নামের আগেই কিংবদন্তি লিখতে দুবার ভাবতে হয় না। সেই দুজনও অবশ্য বুমরার মতো ৭০ উইকেট নিতে পারেননি। প্রথমজন সিডনি বার্নস। ইংল্যান্ডের মিডিয়াম পেসার ১৯১২ সালে ৯ টেস্টে ৬১ উইকেট পেয়েছিলেন ১৪.১৪ গড়ে। ৭০ বছর পর পাকিস্তানের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ইমরান খান ৯ টেস্টেই ৬২ উইকেট নেন ১৩.২৯ গড়ে। ৪২ বছর পর বুমরাতে ফিরল ইমরানের কীর্তি।
বার্নস ও ইমরানের গড় বুমরার চেয়ে কম হলেও স্ট্রাইক রেটে বুমরাই এগিয়ে। এ বছর প্রতি ৩০.১ বলে ১টি উইকেট পেয়েছেন বুমরা। অন্যদিকে ১৯১২ সালে বার্নসের স্ট্রাইক রেট ছিল ৩৬.০, ১৯৮২ সালে ইমরানের স্ট্রাইক রেট ৩৮.০।
চলমান বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির প্রথম ৪ টেস্টেই ৩০ উইকেট পেয়ে গেছেন বুমরা। টেস্ট ক্রিকেটে ২০১৩ সালের পর এই প্রথম কোনো পেসার এক সিরিজে ৩০ উইকেট পেলেন। সর্বশেষ ২০১৩-১৪ মৌসুমে ঘরের মাঠের অ্যাশেজে ৫ টেস্টে ৩৭ উইকেট পেয়েছিলেন অস্ট্রেলীয় ফাস্ট বোলার মিচেল জনসন।
টেস্টে ভারতীয় পেসারদের এক সিরিজের রেকর্ড ভাঙতে ৩ উইকেট দরবার বুমরার। ১৯৭৯-৮০ মৌসুমে ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৬ টেস্টে ৩২ উইকেট নিয়েছিলেন কপিল দেব। পেস-স্পিন মিলিয়ে ভারতীয় রেকর্ডটা ভগবত চন্দ্রশেখরের। ১৯৭২-৭৩ মৌসুমে ইংল্যান্ডের ভারত সফরে ৫ টেস্টে ৩৫ উইকেট পেয়েছিলেন এই লেগ স্পিনার।
টেস্টে এক সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার রেকর্ডটা সিডনি বার্নসের। ১৯১৩-১৪ মৌসুমে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ৪ টেস্টে ৪৯ উইকেট পেয়েছিলেন ইংলিশ পেসার!

নৌনেহাল অ্যাকাডেমীর ২৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নাজমুস সাহাদাত ● মোথাবাড়ী
আপনজন: মালদার মোথাবাড়ীর দেবীপুর অচিনতলা এলাকায় প্রায় ত্রিশ বছর ধরে শিক্ষার আলোয় নিবেদিত নৌনেহাল অ্যাকাডেমী। এটি একটি বেসরকারি বাংলা মাধ্যম নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত অতি যত্ন সহকারে পঠনপাঠন দেওয়া হয়। এদিন নৌনেহাল অ্যাকাডেমীর ২৯ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন, সেচ ও জলপথ, স্বনির্ভর ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী তথা মোথাবাড়ী বিধানসভার বিধায়িকা সাবিনা ইয়াসমিন, গঙ্গাধর হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক নুর ইসলাম প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন নৌনেহাল স্কুলের সভাপতি ইনিতাজুল হক, প্রধান শিক্ষক মুহাম্মদ সাফিরুদ্দিন ও সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম। এদিনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে শিশুদের লেবু দৌড়, গুলি চামচ দৌড়, ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়, মোরগ লড়াই, মিউজিক্যাল চেয়ার ছাড়াও বহু আকর্ষণীয় খেলায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা। এবং অনুষ্ঠান মঞ্চে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আয়োজন দেশাত্মবোধক সংগীতের তালে নৃত্যের মাধ্যমে চলে অনুষ্ঠান। নৌনেহাল অ্যাকাডেমীর প্রধান শিক্ষক মুহাম্মদ সাফিরুদ্দিন বলেন, দীর্ঘ ত্রিশ বছর হতে চলেছে আমাদের নৌনেহাল অ্যাকাডেমী একটি প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহু ছাত্রছাত্রীরা চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, পুলিশ, শিক্ষকতা ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় তারা প্রতিষ্ঠিত। এখন প্রায় ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী এবং স্থায়ী ১৫ জন অস্থায়ী ৩ জন শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে এগিয়ে চলেছি। আমাদের প্রত্যেকটা শিক্ষক-শিক্ষিকা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ গঠনমূলক ভাবে পাঠদান দেওয়া হয় আর এটাই আমাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং আশাকরি এটা সারাজীবন ধরে রাখার চেষ্টা করব। আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, এলাকার শিশুদের সঠিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া। এখনকার শিশুরা আগামী দিনে সমাজ ও দেশের কল্যাণে এগিয়ে যাবে এবং সঠিক পথে চলবে।

ক্রীড়া প্রশিক্ষণ সংস্থা’র সমাবর্তন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বনগাঁ
আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁর ক্রীড়া প্রশিক্ষণ সংস্থা রাডা’র ১৬তম ক্যাম্প ওপেনিং ডে’তে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সীমান্তবর্তী গ্রামের আগ্রহী শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া প্রশিক্ষণ দিয়ে ক্রীড়া ক্ষেত্রে রাজ্য, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছে ‘রুরাল অ্যাথলেটিক্স ডেভেলপমেন্ট, একাডেমি’ (রাডা)। এ দিন ‘রাডা’-র সঙ্গে যুক্ত সকলকে নিয়ে বনগাঁয় ইছামতীর পাড়ে আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অ্যাথেলেটিক কোচেস অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের কনভেনর বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ইসমাইল সরদার, ক্রীড়াবিদ বাসুদেব ঘোষ, শোভন দত্ত, অঘোর চন্দ্র হালদার প্রমুখ। রাডা’র প্রধান অভিজিৎ বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে এদিন বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের খেলাধূলার প্রতি ঝোঁক বাড়াতে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। অলিম্পিকে পদকজয়ী নীরজ-নাদিমের কঠোর পরিশ্রম এবং দুজনের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের গল্প তুলে ধরে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকদের ক্রীড়া সচেতনতার বার্তা দেন ইসমাইল সরদার। এদিনের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ক্রীড়া প্রশিক্ষণসংস্থার কৃতী শিক্ষার্থীদেরও সংবর্ধিত করেন বিশিষ্টজনেরা।

বাংলার ‘মালিঙ্গার’ অনবদ্য বোলিং, মাত্র ২০৬ রান নিয়েও কেরল বধ

আপনজন ডেস্ক: সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে দুর্দান্ত পারফর্ম করছিল বাংলা। যদিও নকআউট পর্বে আর ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ ছিল না। ট্রফি আসেনি। ঘরোয়া ওয়ান ডে টুর্নামেন্ট বিজয় হাজারে ট্রফিতেও ধারাবাহিক ভালো খেলছে বাংলা। এ দিন কেরলের মতো শক্তিশালী টিমের বিরুদ্ধে মাত্র ২০৬ রানের পুঁজি নিয়ে জয় বাংলার। দুর্দান্ত বোলিং করেন বাংলার মালিঙ্গা সায়ন ঘোষ। এ ছাড়াও মুকেশ কুমাররা সহযোগিতা করেন।
টস জিতে এ দিন বাংলাকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায় কেরল। শুরুতেই দুই ওপেনার সুদীপ ঘরামি (৪) ও অভিষেক পোড়েলের (৮) উইকেট হারায় বাংলা। তিনে নামা সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ও ১৯ বলে ১৩ রানে ফেরেন। বাংলা নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে। সবচেয়ে বড় ধাক্কা অনুষ্টুপ মজুমদারের উইকেটে। ১০১ রানেই ৭ উইকেট হারিয়ে ধুকছিল বাংলা। প্রদীপ্ত প্রামাণিকের অনবদ্য ইনিংস। ৭৪ রানে অপরাজিত থাকেন। এ ছাড়াও কৌশিক মাইতি ২৭ এবং সুমন্ত গুপ্ত ২৪ রান করেন।
নির্ধারিত ৫০ ওভারে মাত্র ২০৬ রান তোলে বাংলা। ওয়ান ডে ফরম্যাটে এই রান কঠিন নয়। শক্তিশালী কেরলের বিরুদ্ধে তো নয়ই। তবে বাংলার বোলিং আক্রমণ অনবদ্য পারফর্ম করে। নতুন বলে দুর্দান্ত শুরু করেন মুকেশ কুমার। স্পিনার কৌশিক মাইতি এবং পেসার মুকেশ দুটি করে উইকেট নেন। ব্যাট হাতে অনবদ্য ইনিংস খেলা প্রদীপ্ত নেন একটি উইকেট। কেরল শিবিরে আসল বিপর্যয় আনেন বাংলার স্লিং বোলার সায়ন ঘোষ। ৭.৫ ওভারে ৩৩ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন সায়ন। ৪৬.৫ ওভারে মাত্র ১৮২ রানেই শেষ কেরল ইনিংস।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের মঞ্চে উড়ছে কনফেত্তি–গত বছর ভারতীয় ক্রিকেটের সেরা মুহূর্ত

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে ম্যারাথন দৌড়

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হলো ম্যারাথন দৌড়। ‘রান ফর অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড রোড সেফটি’-র জন্য ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়। মঙ্গলবার সকলে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট স্টেডিয়াম চত্বরে সবুজ পতাকা নাড়িয়ে ও এয়ারগান ফাটিয়ে এই ম্যারাথন দৌড়ের শুভ সূচনা করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা এবং জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল।
এছাড়াও ম্যারাথন দৌড় উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মন্ডল, অতিরিক্ত জেলাশাসক হারিস রশিদ সহ অন্যান্য পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। শুধুমাত্র পুরুষ নয়, মহিলারাও এই দৌড়ে অংশ নেয়। সব মিলিয়ে প্রায় ২৫০০ পুরুষ ও মহিলা এই ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নেয়।
বালুরঘাট স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয় এই ম্যারাথন দৌড়। প্রায় ১০ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড় শেষে জেলা পুলিশের তরফে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের তরফে।
এ বিষয়ে জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, ‘দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের তরফে প্রায় প্রতিবছরই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এটি খুব ভালো উদ্যোগ। প্রতিবছরই অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা আগে তুলনায় বাড়ছে। যুব সমাজকে খেলার প্রতি আগ্রহী করতে এবং শরীরকে শক্তিশালী ও সুস্থ রাখতে এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। জেলা ও রাজ্যের বাইরেও অনেক প্রতিযোগী এখানে অংশ নিয়েছেন।’
এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানান, ‘সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত তিন বছর ধরে আমরা এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। এ বছর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। সুষ্ঠুভাবে ম্যারাথন দৌড় সম্পন্ন করবার জন্য বিভিন্ন পয়েন্টে প্রচুর পুলিশ তদারকির জন্য রয়েছে, জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা রয়েছেন।’

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আল - আমীন ফাউন্ডেশন

বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ

ভর্তি পরীক্ষা (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে
যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২২৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯০৬

ইসলামিক আদর্শে আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষার সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
মদিনা মিশন
মদিনা নগর চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোঃ- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর
কোলকাতা- ৭০০১৪৯
Mob.: 9830401057
Govt. Regd No.- 1033/00241
Email: madinamission949@gmail.com
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি
সীমিত সংখ্যক আসনে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে স্পট টেস্টের মাধ্যমে ভর্তি চলছে।
ঃঃঃ আমাদের পরিষেবা ঃঃ
● তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের এবং পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুসারে পড়ানো হয়।
হোস্টেলের সুব্যবস্থা আছে। আবাসিক ছাত্রদের দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা মণিটরিং করানো হয়।
● আরবি বিভাগ-
আবাসিক ছাত্রদের ১০-১২ বছরের ছাত্রদের হাফেজী এবং মাওলানা কাফিয়া পর্যন্ত শিক্ষার পাশাপাশি জেনারেল শিক্ষা প্রদান করা হয়।
● গরিব এতিম ছাত্রদের বিনামূল্যে রাখা হয়। এতিম শিশুদের আধুনিক ও দ্বিনি শিক্ষার অতুলনীয় আশ্রয়কেন্দ্র। যার নাম মদিনা মিশন।
সভাপতি- মুফতি লিয়াকাত সাহেব
সহ-সভাপতি- ইনতাজ আলি শাহ (প্রাক্তন বিচারপতি)
হাজি ইউসুফ মোল্লা, মাস্টার আবুল্লাহ সর্দার, মাস্টার আব্দুল বাসার
সম্পাদক- ইমাম হোসেন সেখ
সহ-সম্পাদক- আব্দুর রহমান, সৈয়দ রহমাতুল্লাহ
প্রধান শিক্ষিকা- সাবিনা সেখ
পথ নির্দেশ- শিয়ালদহ ক্যানিং, লক্ষীকান্তপুর, ডায়মণ্ডহারবার ট্রেনে করিয়া মল্লিকপুর স্টেশন হইতে টোটো কিংবা রিক্সা করে মদিনা মিশন দঃ চৌহাটি হাঁটাপথ ২০মিনিট।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**